নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

হারুণ-উল্-রসিদ্	বোগ্দাদের খালীফ্।
জাফের	ঐ মন্ত্রী।
সুলতান মহম্মদ	বসোরার নবাব।
এল্ফদল্	বড় উজীর।
নুরুদ্দিন	এল্ফদলের পুত্র।
এল্মোইন্	ছোট উজীর।
সেন্জারা	নবাবের পারিষদ।
ইব্রাহিম	উপবন-রক্ষক।

দালালগণ, ইয়ারগণ, সভাসদ্গণ, রক্ষকগণ ও জেলে ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পারিসানা	পারস্য-দেশীয় দাস-বালিকা, (পারস্য-প্রসুন)।
আর্সা	এল্ফদলের স্ত্রী (নুরুদ্দিনের মাতা)
এন্সানি	এল্মোইনের স্ত্রী।

বাঁদিগণ, নর্ত্তকিগণ, পরিচারিকা, জেলেনী ও সখিগণ ইত্যাদি।

পারস্য-প্রসূন।

(গীতি-নাট্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বসোরা—গোলাম-বাজার।

(বাঁদিগণ ও দালালগণ)

(গীত)

সকলে।— নয়া নয়া চাঁদের হাট, নয়া সুরৎ নয়া ঠাট।

১ম দালাল— ছিল সেওড়া গাছে,
ও বাঁদীদ্বয়। নাকের বিচে বজ্‌রা চলেছে,
যে দেখেছে সে তোবা বলেছে,—
গাঁ ছেড়েছে তাল্লাক দিয়ে,
পালিয়ে গেছে পেরিয়ে মাঠ॥

২য় দালাল— ঘোর যুবতী, খুপ্ সুরতী,
ও বাঁদীদ্বয়। তাকিয়ে যেন মাজা,—
চ্যাপ্‌টা-মুখী, চাঁদবদনী,
কোলা বেঙের ধাঁজা,
গমকে গোঁ ভরে যায়,
শাণের মেঝে ধরে ফাট ॥

৩য় দালাল— গো-ভাগাড়ে, ঘুমিয়েছিল বটগাছের ডালে,
ও বাঁদীদ্বয়। দু'টী গাল উলেছে খালে,—
দেখলে হকিম্ তক্কা ছাড়ে,
হুমড়ী খেয়ে পড়ে লাট ॥

৪র্থ দালাল— পগার পারে ঝোপের ভিতর ছিল বিরলে,
ও বাঁদীদ্বয়। খামকা এসেছে চলে,—
গরবিনী গোবর-গাদা
জুটেছে তাই মিল্‌লো সাট ॥

(এল্‌ফদলের প্রবেশ)

১ম দা। আরে আইসেন সাহেব আইসেন,
এই পিড়ি পেইতে বইসেন।

২য় দা। আরে মৎ বৈসো ওস্কা পাশ,
ওরা তোমায় চিজ্ দেহাতে পার্‌বে ?

৩য় দা। আরে নে নে,—ফজ্‌র সাম্,
তুই কর্‌তেছিস্ কুলীর কাম্।

আর্সা। কেন আর হও হায়রাণ, দেও ছাড়ান ;
দেও বেটার এই বাঁদীর সাতে সাদি।

নুরু। বাহবা, বাহবা,—তুমি আচ্ছা বাবা,
কি বলবো মা,—সাদি দেও যদি,
দেবো কাজ কর্ম্মে মন,
রোজগার করবো কাঁড়ী কাঁড়ী ধন,
দেখ দেখি বেচাল আর কি পাবে।

এল্‌ফদল্‌। আমি দিই সাদি, তারপর বৌ নে ঘরে বসে কাঁদি !
বৌ ফেলে জুয়া খেল্‌তে যাবে।

নুরু। আমি দিয়েছি তাল্লাক্‌,
জুয়া খেলে হয়েছি হাল্লাক্‌,
বদখেয়ালী আর কি মিঞা করে,
আবার—ফের—হয়েছে ঢের,
চোরটার মতন বসে থাক্‌বো ঘরে।

আর্সা। তবে বাঁদীকে ডাকি ?

নরু। সত্যি নাকি ! সত্যি নাকি ! আজই সাদি দেবা,
এরেই বলি মা, আর এরেই বলি বাবা।

(পারিসানা ও সখিগণের প্রবেশ)

এল্‌ফদল্‌ ও আর্সা।— (গীত)

* ঝুম্‌কে ঝুম্‌কে আয়ি।
আজি জান্‌কা জান্‌ তুঝে মিলায়ি॥
দেখ যতন সে রতন লিও,
নেহিতো ঘুমায় দিও,

বেদর্‌দী না হো না বুরা কিও ;
নেহি বাৎকি, চিজ আঁৎকি,
দুখ্‌মে সুখ্‌মে এ রতন সাৎকি,
এ কলিজা কি রোসেন হো তুঝে রাতায়ি ॥

সখিগণ। (গীত)

প্রেমে সই মানা কি মানে।
যেখানে মন টানে তার সেতো তা জানে ॥
রূপে সই মন মজেনা, যে বলে সে মন বোঝেনা,
ভাস্‌তে সদা রূপ-সাগরে মনের বাসনা ;
খেলে প্রেম রূপ-লহরে, রূপের টানে প্রাণ টানে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নুরুদ্দিনের বাটী—নাচঘর।

(নুরুদ্দিন ও ইয়ার)

ইয়ার। তুমি জাননা, এ দুনিয়া, হেথা কেউ কারুর না। তবে কি জান, দিন কতক যা আমোদ করে নিতে পার; বোঝনা, বাপ মা কার চিরদিন থাকে, কেন সারা হও শোকে; আমোদ কর, মজা মার, কি হবে কেঁদে কেটে; কবর থেকে বাপ মা কি আস্‌বে? কেন রাত দিনই ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর,—আহ্লাদ আমোদ কর, দান ধ্যান কর, দশ জনে ভাল বল্‌বে, ভাল বাস্‌বে।

নুরু। কি জান ইয়ার, কর্‌তো ভারি পিয়ার,
বাপ মার ধার এ জন্মে কি শোধ যাবে!
কি জান প্রাণ বোঝান দায়, সদাই করে হায় হায়!
দিন যা'ক, সবই সবে, সবই সবে।

ইয়ার। আরে নাও নাও এস, চেপে গদীতে বসো,
প্রাণ ভরে খানিক গান শোন;
শুন্‌লে গান, তাজা হবে জান,
গলা যেন তলয়ার খান; মিছে কান্নাহাটী কেন?

এনেছি গুল্ সরাব্, পিয়ে যা বাদ্সা জনাব ;
সরাব ঢাল, আমিরী চাল চাল,
রসো আমি সব নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

নুরু। আচ্ছা ডাকি আমার জানিকে ;
সেওতো কাঁদে কাটে, একলা থাকে,—
মিছে নয় কার কে, ——
আমোদ করি দু'জনে জম্‌কে বসে।
ও জানি,—ও মণি! এস একটু সরাব্ টানি ; কি হানি,
টাকা কড়ির তো অভাব নাই, এস মজা উড়াই।

(পারিসানার প্রবেশ)

পারি। বেশ বেশ, এস আমোদ করি দু'জনে।
নুরু। না—না, ইয়ার বক্সিনে।
পারি। তবেই হয়েছে, যা আছে তা ফুঁক্‌বে দু'দিনে!
নুরু। আরে নে নে, আর হাড় জ্বালাস্‌নে, আমোদ করি আয়।
পারি। আচ্ছা যা বল তাই, শুন্‌বেনাতো আর, কাজ কি কথায়।

(নরনারীগণের প্রবেশ)

সকলে।— (গীত)

ঝন রণ বাজে পায়েলা।
হেলা দোলা পিয়ারা মিল্‌কে খেলা॥
সুরখ পিয়ারা চলে, সুরখ আঁকি ঢুলে,
পিয়ালা পি লেও বোলে ;

২য় দা। ওড়া চিজ্ কনে পাবে,
তোমায় ঘুরায়ে ঘুরায়ে মার্‌বে।

৪র্থ দা। হামার এই কাম্, গোলাম আলি নাম,
খাতা—লিচু আর গোলাবজাম ;
চাও যদি খুপ্ সুর্‌তি ঠাস, ফেল দাম।
দিল ঠাণ্ডা করে, হাত ধরেনে ঘরে যান।
আর যদি রদী চিজ্ চাও, ওনাদের কাছে যাও।

এল্‌ফদল্। আরে সম্‌জো হাল্, মাংতা আচ্ছা মাল,
হাম্ নেমক্-হালাল্ ;
নবাবকো কাম্‌মে ম্যায় আয়া।
ম্যায়তো বড়া উজীর, দোয়া করে পীর,
তো মিল্ যায় জায়গীর।
আচ্ছা বাঁদীকি দর্ কেয়া ?
দর্ বাৎলাও, চিজ্ দেখলাও,
জল্‌দি কর, মৎ ডর,
কই অচ্ছা মাল লাও ?

৪র্থ দা। খোদা-কশম্, খোদা-কশম্, চিজ্ দেহেই হবা জখম্।

৫ম দা। সিরাজসে লায়া বাঁদী,
সুরৎ ক্যায়সা,—য্যায়সা বাদ্‌সাজাদী।
লেনা আমীরকা কাম, যো ছোড়ে ইনাম্ ;
মুলুক ঢুঁড়ো তামাম্,—সুবে সাম,
নেহি মিলেগা য্যায়সা ঠাম ;
গুল্‌কা রং গুল্‌কা ঢং।

এল্‌ফদল্। ম্যায় মুলেগা, করেগা নবাব সাদি

৪র্থ দা। আরে মৎ যাও, খোদা-কশম্, মাল বড়া বন্দী,
নেহি উর্দী, ধরা সর্দ্দি ;
খোদা-কশম্ চিজ্ বহুৎ বদী।

পারিসানা।— (গীত)

যো লেওয়ে, সো পাওয়ে, দিল মেরি নেহি ;
দোর্দ্দি সহি, বেদর্দ্দি সহি ॥
মস্‌গুল্ হোকে কই কদর্‌সে গুল্‌কো দেখে,
ছাতিপর উঠায় রাখে,
জমিন্‌মে তোড়কে ফেঁকে,
গুল্ ওয়সে রহে, যো য্যায়সা রাখে,
মুঝে য্যায়সি রাখো, ম্যায় য্যায়সি রহি ॥

এল্‌ফদল্। আরে তোফা—তোফা—তোফা !
কহ সাফা,
ইস্কি ক্যা দর ?
মেরা লাগা নজর্।

৫ম দা। ম্যায় ঠক্ নেহি, মেরে একই দর্,
লাখ রূপেয়া ফেঁকো, লে চল ঘর।

এল্‌ফদল্। আরে কেয়া হ্যায়, ঠিক্ বোলো যিস্‌মে দেগা।

৫ম দা। আরে খোদা-কশম্, খোদা-কশম্,
কম্‌তি নেহি লেগা।

এল্‌ফদল্। দেতা হাজার রূপেয়া চিজ লেয়াও।

৫ম দা। "খোদা-কশম্, বাৎ না উঠাও।
দিল্ তোড়্‌কে,

দেতা দশ হাজার ছোড়্‌কে।
লেয়াও হাজার আশী,
কম্‌তি কহতো গলেমে লাগাও ফাঁসী।

এল্‌ফদল্‌। আরে লেও লেও চার হাজার।

৫ম দা। আরে খোদা-কশম্‌, খোদা-কশম্‌,
শুন্‌নে সে আওয়ে বোখার!
তোমারা খাতির্‌সে ছোড়ে ফের দশ হাজার;
সোত্তর লেয়াও?

এল্‌ফদল্‌। আরে যাও যাও যাও,
দিল্‌লেগি কাহে উঠাও,
দেঙ্গা আউর্‌ এক——

৫ম দা। খোদা-কশম্‌, খোদা-কশম্‌, আপ্‌তো মালেক্‌;
খাতির্‌সে ছোড়্‌তা ফের দশ,
হুয়া ষাট্‌,—বস্‌।

এল্‌ফদল্‌। আরে শুন্‌ মেরা বাৎ, হাম্‌ বড়া উজীর,
নবাব কিয়া হুকুম জাহির;
ছোটা উজীর কেৎনা কিয়া,
নবাব উস্‌কা বাৎ নেহি লিয়া;
হাম্‌কো হুকুম দিয়া, লেয়াও আচ্ছা বাঁদী,
হাম্‌ করেগা সাদি।
তোম্‌ বেচো, লেও আট হাজার,
নেহিতো হোগা গুণাগার।

৫ম দা। খোদা-কশম্‌, খোদা-কশম্‌,
দে দেও আউর দোহাজার;

ইস্‌মে লাফা কেয়া,
ইস্কি পিছে যো খর্‌চা কিয়া, সো বাতায়া ;
দেখ্‌কে নবাব খুসি হোগা,
আপ্‌কো ইনাম্ দেগা,
তব্ হামারা বাৎ ইয়াদ্ হোগা।
ঘরমে লে যাও,
বহুৎ হায়রাণ হ্যায়, থোড়া তদ্বির লাগাও ;
ধো-ধাকে নয়া পোষাক দেকে তর্ বানাও,
তব্ নবাবকো পাশ্ লে যাও।
আপ্ য্যায়সা বড়া উজীর,
মিলেগা ত্যায়সা বড়া জায়গীর। (সেলাম)

এল্‌ফদল্। আচ্ছা বাঁদী!
হোতা মেরা লেড়্‌কাসে সাদি!

বাঁদিগণ।— (গীত)

আমরা বিকোবো আর হাটে।
এখন চর্‌বো ধাপার মাঠে॥
আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা খাবো পানি উলে মেটে ঘাটে॥
শুন্‌লো সজনী, সাম্‌নে আঁধার রজনী,
যুঝ্‌বো তেমাথা পথে কর্‌বো কঁদুনী ;
সখের ছাঁদুনী, ধর্‌বো কাঁদুনী,
হয় যদি তায় হোক খুনোখুনি ;
সইলো সব সাম্‌লে থাকিস্, কেউ যেন না পথ হাঁটে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এল্‌ফদলের বাটীর একটি কক্ষ।

পারিসানা।

(গীত)

তোরে করিলো মানা, ফুটোনা ফুটোনা কলি পাবে বেদনা।
যে পাবে সে তুলে নেবে, অযতনে শুকাইবে,
পড়ে রবে ধূলায় নিরবে ;
কলিকা জাননা কেউতো কদর জানেনা ॥
নিয়ে যাবে হাট বাজারে,
বেচ্‌বে তোরে যারে তারে,
সৌরভে সে ভুলাবে কারে ;
তা'ই বলিলো কমল-কলি যাতনা প্রাণে সবেনা ॥

(সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ।— (গীত)

অযতনে ছিল এ রতন।
মরি হায় বুক ফেটে যায় দেখলে চাঁদবদন ॥
মেখে ফুলের রেণু চাঁদের কিরণে,
নয়ন দু'টি এঁকেছে ধ্যানে,
এলোকেশে বেশ করেছে পাতায় ঢাকা ফুল যেমন।
মরি নারী হেরে মজে নারীর মন ॥

(আর্‌সার প্রবেশ)

আর্‌সা। এনেছি যতনে, যতনে রাখিব, ভেবনাগো বিনোদিনি!
রমণীর মণি তুমি মা আমার, নৃপশির-বিলাসিনী।
রমণি-রতন সাধ নবাবের, উজীরে কহিল ডাকি,
রূপগুণযুতা অতুলনা নারী, পাইলে যতনে রাখি।
নবাবের সাধ পুরাতে, তোমারে আনিয়াছে স্বামী মম,
প্রধানা বেগম হবি আদরিণী—কেহ নাহি হবে সম!
থেকো সাবধানে শুন আমোদিনী—
রাণী হবে রেখো মনে,
কুমার আমার চঞ্চল-স্বভাব না মিশে তোমার সনে।
মধুর সম্ভাষে ভুলায় রমণী, কত মত জানে ছলা,
রেখো নিজ মান, ভুলনা ভুলনা মজোনা বালা সরলা।

পারি। রাখিবে যেমন রবো সেই মত, নাহি প্রাণ, মন, সাধ,
থাকি যার কাছে তারি মনে মন, সাধ সনে মম বাদ।
স্মৃতির উদয় যেই দিন হতে, পরের সে দিন জানি,
পর-প্রীতি হেতু ফুটে ফুল-কলি ফুল নহে অভিমানী।
সোহাগ বিরাগ নাহি ঠাকুরাণী, অধিনী আপনহারা,
পর আপনার কেবা আছে আর মম এ জীবন-ধারা।

আর্‌সা। ছি ছি মা অমন কথা আর বলোনা আর বলোনা,
আজ বাদে কাল বেগম হবে,
তোর সনে বল্ কার তুলনা?
মনের মতন সাজিয়ে তোরে পাঠিয়ে দেবো সভার মাঝে,
তুল্‌বি বদন, নয়না-ছুরি বাদ্‌সার যেন বুকে বাজে।

যতনে সিংহাসনে বুকে করে তুল্‌বে যবে,
কথা কি সর্‌বে মুখে, মুখ পানে তোর চেয়ে রবে।
হেসে হেসে মধুর ভাষে যখন দু'টি কথা কবি।
সোহাগে ফুটবে হৃদয়, হৃদ-মাঝে তোর বস্‌বে ছবি।
প্রাণ মন তোরে সঁপে, ভুল্‌বে সদাই তোর কথাতে,
কিবা তোর থাক্‌বে বাকি নবাব যখন পাবি হাতে।
এখানে থাক্‌না দু'দিন খাওয়াই দাওয়াই আদর করে,
কে জানে, তুই মা আমার মন সরেনা দিতে পরে।
যা হ'বার হবে পরে, কার বা মেয়ে থাকে বশে,
নবাবের মাথার মণি রাখবো ঘরে কি সাহসে।
রাজ-মহলে রাজ-আদরে তুইতো আমায় যাবি ভুলে,
মোহিনী ছবি খানি আমি হৃদে রাখবো তুলে।
সে তখন যা হয় হবে, ভুলিস্‌নে মা কারুর কথায়।
হওনা আপনহারা, তাজ পেতে নিওনা মাথায়॥
আছিস তোরা মানা করিস নুরুদ্দিনকে কাছে যেতে,
দুষ্ট ছেলে দেখ্‌তে পেলে তখনি সে উঠবে মেতে।

[প্রস্থান।

সখিগণ। চল চল লুকোও ঘরে এল বলে পাচ্ছি সাড়া,
হলে পর চখে চখে ভার হবেলো তারে ছাড়া।
জহর যেমন তোর আঁখিতে তেমনি আঁখি জহর ভরা,
বদন তুলে চাইলে পরে হয়লো নারী জ্যান্তে মরা।
যেমন তোমার মধুর হাসি তারও হাসি মধু ঢালে,
চতুরা কে রমণী কথাতে না পড়ে জালে।

সমানে বাঁধলে সমর হানাহানি হবে নানা,
রণে আর কাজ কি ম্যানে, থেকোনা লো করি মানা।

[সখিগণের প্রস্থান।

(নুরুদ্দিনের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

মনের মতন রতন যদি পাই।
বুকের নিধি বুকে নিয়ে উধাও হয়ে যাই ॥
আমার বলে ডাকে সে আমায়,
আবেশে মুখের পানে চায়,
হয়ে তার প্রেম-ভিখারী বিকিয়ে থাকি পায় ;
আমার ফুটলো কলি হৃদ-মাঝারে,
আদরে বসাবো কারে,
মন নিয়ে যে মন দিতে চায়, মনের মতন কেউতো নাই ॥

ধ্যানে বুঝি মন, করে দরশন, এ রতন মনোময়ি !
না জেনে বাসনা, করিতো কামনা, মোহিনী মানস-জয়ী।
মানব-মানসে, অধর-সরসে, ধ্যানে হেরিবারে নারে,
ছবি প্রাণ মাখা, প্রাণে রহে ঢাকা,
প্রাণ সদা খোঁজে যারে।
নারী অতুলনা, বদন তোলনা, বারেক চাহনা ফিরে,
দেখিব নয়ন, করিব যতন, রাখিব হৃদয় চিরে।
দেহ পরিচয়, জুড়াও হৃদয়, শুনি প্রেয়ময় বাণী,

বল দেখি সাঁচা বাৎ, আমার বেটাকে তোর চায়না আঁৎ,
আমার সাতে বুরা বাৎ ক'স্‌নে,
যা হবার হয়ে গেছে, পাকা ফল ফল্‌বে না কেঁচে,
ঝুট্‌মুট্‌ আর গুণাগারী হ'সনে।

সখিগণ।— (গীত)

সরোবর বুক পেতে ধরে।
নিয়ে বুকে চাঁদের ছবি জল আলো করে ॥
ধীর পবনে উঠে কত ঢেউ, সেকি হায় গুণ্‌তে পারে কেউ,
চাঁদ মেখে গায়, ঢেউ ভেসে যায় সোহাগের ভরে ॥
সাজে সই চাঁদের হারে, চাঁদ কেন তার হৃদাগারে,
যদি সুধাও তারে বল্‌তে সে নারে ;
সে জানে রূপের কদর, রূপ হেরে যার মন হরে ॥

এল্‌ফদল্‌। যা তোরা যা, পেয়েছি যে ঘা,
মাগী মিন্‌সেয় বোসে খানিক সাম্‌লাই ;
কোত্থেকে আনলুম বালাই,
কোত্থেকে আনলুম বালাই !

[সখিগণ ও পারিসানার প্রস্থান।

শোন গিন্নি, পীরকে দিয়ে সিন্নি,
মনে মনে যা জানি তা করি।

আর্‌সা। আমারও হচ্ছে আঁচ, ভাব্‌ছি সাত পাঁচ,
বুঝ্‌তে নারি কোন্‌ সড়ক্‌ এখন ধরি।

এল্‌ফদল্‌। তোমার তো নাই কেউ,
একটি মনের মতন হয় বৌ,

ক্ষতি কি তায়, রাখবো কথা চেপে ;
বড় একটা হয়নি গোল, কে বল বাজাবে ঢোল,
কেউ গোল করেতো টাকা দেবো মেপে।

আর্সা। ছোট উজীর সয়তানের সেরা !

এল্‌ফদল্। কিসে পাবে এন্দারা,—
চুপি চুপি লেড়কার দেবো সাদি ;
যদি নবাব পুছ করে, বলবো দেখছি ঘুরে,
এখনও পাইনে ভাল বাঁদী।

আর্সা। তবে আছে একটা বাৎ,
বুঝ্ কর তোমার লেড়কার সাত,
বাঁদীর সাতে সাদি যদি না করে ?

এল্‌ফদল্। সাদি করবে না, ধ'র্‌ব গর্দ্দানা,
বুকে হাঁটু দেবো, যায় ভেড়ো যাক মরে।

আর্সা। তুমি খুব শাসাবে, যখন আক্কেল পাবে,
আমি ছাড়িয়ে দেবো ;
যদি বাঁদী করে সাদি তা আগে বাত্‌লে নেবো।

(নুরুদ্দিনের প্রবেশ)

এল্‌ফদল্। বেশ সাবাস,—বেটা কোথায় যা'স ?
এখনি করবো খুনোখুনি,
তোর বেইমানী আগাগোড়া জানি,
দাঁড়া কিলিয়ে তুলো ধুনি।

নুরু। বাবা বাবা তোবা তোবা আর মেরনা জান বেরুবে

এল্‌ফদল্। তবেরে বেটা নচ্ছার বেটা তবেরে বেটা তবে,—

রোসেন রাতি, কিয়ে রোসেন ছাতি,
রোসেন কি লহর চলে, দিল কি আসক মিলে,
রোসেন কা হরদম মেলা ॥

নুরু। আও জান, ক্যা তোমরা নাম ?
চক্‌কা মোকান তোম্‌কো দিয়া।
আও পিয়ারী, মেরা বড়া বাগিচা তোমারি,
দিল্‌কো চায়েন তোম কিয়া।
আও বিবি আও, দোসরা কামরেমে যাও,
বহুত হ্যায় মাল খাজানা,
লে লেও যেত্তা খুসি, ওস্কা ক্যা ঠিকানা।
আও জান হীরা, দেখো আঙ্গুঠিকি হীরা,
তোমারি কিরা,—বেচ্‌নেসে মুলুক মিলে ;
লে লে তোমকো দেতা হ্যায় লে—
মেরা বহুত হ্যায় মুলুক মোকান,
শোন মেরি জান, মেরি জান——
যো পসন্দ্‌ সো লেও,
পিয়ারি ! মুঝে সরাব দেও।

সকলে।— (গীত)

তারারা তারারা প্রাণ কেমন করে।
তোরি তরে, এস হৃদয় 'পরে ॥
তারারা তারারা বদন তোল,
হেসে দু'টো কথা বল,

তারারা তারারা ছাড় ছলা, এস ধর গলা,
তারারা নয়নে প্রাণ নে'ছ হরে।
তারারা সঁপেছি প্রাণ তোরই করে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবাবের দরবার।

(সুলতান মহম্মদ, এল্‌মোইন্‌ ও সেনজারা)

মহম্মদ। কোন বেটা একটা বাঁদী আন্‌তে পার্‌লে না! কেউ কচ্ছেন দেওয়ানী, কেউ কচ্ছেন উজিরী।

সেন। আমরি মরি! আহা নবাবের যৌবন থাকৃতে থাকৃতে কেউ একটা বাঁদী এনে দিলেনা গা! তা নবাব যে আমায় বলেন না ;—সে দিন একটি তোফা বাঁদী হাতে এসেছিল,—মুখখানি যেন কাঁসী, নাকটী যেন আল্‌থরণ বাঁশী, ভেট্‌কী মাছের মতন হাঁ, আর বুনো ময়ূরের মতন রা ; কি বল্‌বো রঙের কথা, যেন কচি সজ্‌নে পাতা, হাত দু'খানি যেন হাতা, চুলগুলি ঝাঁকৃড়া ঝাঁকৃড়া, যেন মাথায় ধরেছে ব্যাঙের ছাতা ; যদি চালালে ঠ্যাং, যেন মাদোয়ান ছাড়লে ল্যাং, আর পা মুড়ে বস্‌লো যেন পাথুরে কোলা ব্যাং। গায়ে লাগেনা কাতুকুতু, খালি খায় ছোলার ছাতু ; ঘেঁটুফুল দে সেজে আর হাটে বসেছিল, হাজার টাকায় বিকিয়ে গেল।

জন-বিনোদিনী, মন-বিকাসিনী,
আমোদিনী প্রেম-রাণী।

পারি। থেকোনা; আমার সনে কইতে কথা আছে মানা,
পণে কেনে পণে বেচে,
প্রেমতো আমার নাইকো জানা।
গড়েছে নারীর যতন, প্রাণতো আমার তাড়িয়ে দেছে,
ফুটেছি শুকিয়ে যাবো, পরের তরে আছি বেঁচে।
মন দিয়ে মন নিতে নারি, নারীর গঠন নইতো নারী,
ভেসে যাই ঢেউয়ে ঢেউয়ে, যে তুলে নেয় হইতো তারি।

স্বরু। হৃদয়ে নিছি তুলে আর যেওনা কারু কাছে,
ধর প্রাণ যতন কর, ফির্‌বে তোমার পাছে পাছে।
প্রাণ নিয়ে প্রাণ খুঁজে দেখো, খুঁজে পেলে আমায় দিও,
আমার আর নইতো আমি,
যা আছে তা তুমি নিও।

(সখিগণের গান করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

ফুটেছে কমল-কলি, আপনি এসে জুটলো অলি।
সে কেন শুন্‌বে মানা মিছে কেন বলাবলি॥
গোপনে কমল বিকাশে,
মনে মনে মন জেনে তাই ভ্রমরা আসে,
যারে যে ভালবাসে সে যায় তার পাশে;
জেন লো প্রেম যেখানে সেখানে ঢলাঢলি॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

এল্‌ফদলের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(আর্‌সার প্রবেশ)

আর্‌সা। একি অনাসৃষ্টি, গায়ে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি,
এমন গুষ্টিছাড়া ছেলে কি আর হবে!
যেটি মানা করবে, সেটি আগে ধরবে,
বারে বারে মিন্‌সে কত সবে।
মেনে পীর, হয়েছে বড় উজীর,
তাইতে তাকে নবাব হুকুম দিলে;
আনলে বাঁদী, নবাব করবে সাদি,
হতচ্ছাড়া ছোঁড়া তারে নিলে!
চারিদিকে দুষ্‌মন, ছোট উজীর নয় যেমন তেমন,
নবাবকে কি আর বলতে বাকি করবে!
পড়লে নবাবের রাগে, জল খায় গোরু বাঘে,
সব্বাইকে মেরে ছোঁড়া মরবে।

(এল্‌ফদলের প্রবেশ)

এল্‌ফদল্। কোথায় গেল নোরো ছোঁড়া,
লাগাবো বিশ কোঁড়া,
এ বাৎ কি থোড়া সমুজ্ করছে!
নবাবের বাঁদী আনলুম ঘরে,
ছোঁড়া কি না তারে ধরে!
আমার কোতল, গিন্নি টেনা পরছে!

দেখ ছোঁড়ার করি কি হাল,
ঝাড়ি গায়ের ঝাল,
বক্ষে আমার আগুণ জেলে দিলে !
কোথা ইনাম্ পাবো,
তা নয় কোতল্ হবো !
কুটকুটে ওল ভাতে দিয়ে খেলে !
দেখ বক্ত, কাম্টা হলো ভারি শক্ত,
ফোক্ত যদি নবাবের কাণে উঠে ;
ওঠে পাঠ, মোকান হয় মাঠ,
আর জহ্লাদের হাতে উজিরী যায় ছুটে !
ধর—দে তাড়া, ওই পালায় ছোঁড়া,
আর আন্তো সেই ছুঁড়ীকে, তার সমুঝ্ করি থোড়া ?

(পারিসানা ও সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ।— (গীত)

※ হলে হায় চখে চখে আর কি থাকে মন বিকুলো।
বাধা কি সাধে মানে প্রাণে প্রাণে মিলে গেল ॥
নিত্যি তো হচ্ছে এমন, মনের ফাঁদে পড়েলো মন,
মন খুঁজে নেয় তার মনের মতন ;
চলে মন মনের স্রোতে, বাধা কে হায় দেবে তাতে,
বিধির লিখন হয় যেমন হলো।
দু'জনে কোথায় ছিল কোথায় থেকে কোথায় এলো ॥※

এল্‌ফদল্। তবেরে বেটী রদী, বাঁদীর বাঁদী !
বাদসাই তক্ত কি তোর বরাতে মেলে !

এনে ঘরে পড়্‌লেম বিষম ফেরে,
গুষ্ঠী সুদ্ধর মাথা বেটী খেলে!
বেহায়ী শুন্‌লিনে মানা, সামনে সোণা হলি কাণা,
হীরে ফেলে উড়নায় কাচ বাঁধ্‌লি!
ওলো সয়তানী, ছিল কি দুষ্‌মনী,
গস্তানী তুই খুব বেইমানী সাধ্‌লি!
বল বেটী, নয় মাথায় দেবো তিন চাঁটি,
মাথা খেয়ে কি দেখে তুই ভুল্লি!
সমুঝ্‌ কর্‌লিনে তিল, গলায় বেঁধে শিল,
দরিয়ার বিচে থামকা গে উল্লি!

পারি।— (গীত)

প্রেম-সাধ নাহি পরশে।
পরের ইঙ্গিতে ফিরি নহি তো আপন বশে॥
কিশোরে সয়ে বেদনা, প্রাণ মম অবেদনা,
অতি বেদনায় প্রাণ ব্যথা জানে না;
বাসনা কামনা মানা, প্রাণ কিসে প্রেমে রসে॥
কি দোষ বলনা মম, পাষাণ পুতলী সম,
মতিহীনা গতিহীনা জীবন বহে অবশে॥

আর্‌সা। তবেরে বেটী তবেরে, শেষে তোর কি হবেরে,
এই বয়সে এত ঝুটো কথা!
বেটা আমার খুপ্‌সুরৎ, তোর দিলেগে লাগ্‌লো জোৎ,
তাইতে ওৎ করে লো খেলি আমার মাথা!

মহ। নে বেটা মস্করা রাখ।

সেন। আর একটি বাঁদী দেখেছিলেম আজ বৈকালে;
সাতটি কোলের ছেলে ফেলে হাটে এসেছে,
রূপের চটকে যেন আটচালা ছেয়েছে;
দেহ যেন তাকিয়া, যে দেখে তার ছোটে হায়া,
ঘুচে যায় নাওয়া খাওয়া।

মহ। হ্যাঁ উজীর, তুমি কি কর্‌লে?

এল্‌। তা আমার অপরাধ কি জনাব, আপনি এল্‌ফদলের উপর ভার দিলেন, সে বড় উজীর; আমি কিন্তু তখনই বলেছিলেম যে জনাব, ওর কাম্ নয়; সে আজ আনি কাল আনি করে সিঙ্গে ফুঁক্‌লে।

সেন। ভয় কি, তুমিও আজ আনি কাল আনি করে সিঙ্গে ফুঁক্‌বে।

মহ। শোন উজীর, আমার সাফ কথা, আমি বাঁদীর জন্য মন-মরা হয়ে রয়েছি।

সেন। নবাব মন-মরা হয়ে রয়েছেন।

মহ। হ্যাঁ মন-মরা হয়ে রয়েছি, একটা বাঁদী হয়।

সেন। হ্যাঁ একটা বাঁদী হয়।

মহ। হলো কাছে বস্‌লো, গায় একটু হাত বুলুলে।

সেন। হলো দাড়ী কুলুলে, পাকা দাড়ী দু'টো তুল্‌লে।

মহ। হলো মুখ মুছালে খাইয়ে দিলে।

সেন। হলো বুড়ো হাবড়া মলে খানিক চোখ রগ্‌ড়ে কাঁদলে।

মহ। তবে রে বেটা, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা,
আমি মর্‌বো!

সেন। বালাই, আপনি কি বুড়ো, আপনার কচি যৌবন,
বাঁদী সাদী কর্‌বেন দেড় পণ।

মহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, হলো একটা গাইলে।

সেন। হলো হু'টো ঠোনা দিলে হু'গালে।

মহ। হলো হেসে হু'টো মিঠে বাত বল্‌লে।

সেন। হলো কামড়ে নিলে, নয় আঁচড়ে দিলে।

মহ। তবেরে বেটা।

সেন। কামড়ালে আমায়।

মহ। তোরে কামড়াবে কেন ?

সেন। তবে মাটি কামড়ে পড়লো।

মহ। হলো হু'টো ফুল তুল্‌লে।

সেন। হলো ইঁহুর ধর্‌লে, ছুঁচো মার্‌লে।

মহ। ইঁহুর ধর্‌লে কিরে বেটা ?

সেন। সে কি ধর্‌বে, ধর্‌বে তার কেলে বেরালে।

মহ। কেলে বেরাল কি রে বেটা ?

সেন। তা বলছি জনাব, গর্দ্দানাই নেও আর শূলেই দেও,
বাঁদী যেই মহলে আস্‌বে, হু'টো ধেড়ে বেরাল পুষবে,
হু'টোতে দোর চেপে বস্‌বে ; যে কাছে আস্‌বে,
তুই থাবা লাগাবে।

মহ। উজীর শোন, যদি ভালাই চাও তো বাঁদী কিনে আন,
নইলে উজিরী কেড়ে নেবো, দূর করে দেবো।

সেন। হাটে বাজারে নেও খবর,
বাঁদী আন্‌বে খুব জবর,—
যেন খোদার খাসী,

যেন তার থাকে মাসী,

বয়স সোত্তর কি আশী।

মহ। ক্যান্‌রে বেটা, মাসী ক্যান্‌রে বেটা, মাসী কেন?

সেন। জনাব! মাসী নইলে কি বাঁদী, কলা নইলে কি কাঁদি, লোকে কথায় বলে যেন নর আর মাদী।

মহ। নর মাদী কিরে বেটা, নর মাদী কি?

সেন। ঐ মাসী বেটী নর, আর মাদী বেটী বাঁদী।

মহ। নাও উজীর, ফরমাস্ তো শুন্‌লে? যাও চলে, সাতদিনের ভিতর বাঁদী যোটাও, নইলে জাহান্নম্‌মে যাও।

সেন। হ্যাঁ, এড়ান পাবেনা মলে,

জনাব্ সাত পয়জার লাগাবে কবর থেকে তুলে।

এলমোইন্। জনাব, যদি মাপ হয় তো বলি, একটা বেইমানী খবর শুন্‌ছি, বড় উজীর নাকি পারস্ থেকে হুজুরের জন্য বাঁদী কিনে তার ছেলেকে দেছে; আর ছেলে বেটার আমিরী দেখে কে,—রোজ রোজ খানা, নাচনা, গাওনা; আর তার একটা ছুঁড়ী আছে, দুনিয়ার বিচে যত আউরৎ, তার কাছে যেন বাঁদী। তাইতো মনে মনে বলি, এমন ছুঁড়ী কোথায় পেলে! ধরেছি এঁচে, জনাবের জন্যে বাঁদী কিনে সখ করে আপনার বেটাকে দিয়েছে।

সেন। জনাব! মিছে মিছে মিছে, আমি রোজ রোজ ওদের বাড়ী যাই;—এক বেটী কাল—কুঁজী—খাদী, ছুঁড়ী না ছাই; দেখি তার সঙ্গে উজীরের ছেলের হয়েছে সাদী। ছোট উজীর! ফন্দিবাজী কর্‌ছো তা চল্‌ছে না, ভাল বাঁদীর কর ঠিকানা।

মহ। আ গেল,—তুমি ঝুঁট বল! আমি চল্লেম, আমার খানার সময় হলো, যাও, সাতদিনের ভিতর বাঁদী নে এস, যেখানে পাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

প্রথম ইয়ার ও নুরুদ্দিন।

১ম-ই। কি হে নুরুদ্দিন মিঞা, বেড়াতে বেরিয়েছ নাকি?

নুরু। না ভাই, তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে এলেম, বাড়ীতে তো তোমায় পাবার যো নাই, দু'তিন দিন গিয়ে ফিরে এসেছি, তোমার চাকর বল্লে বাড়ী নাই।

১ম-ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ঝঞ্ঝটে বেড়াছি, চল্লেম, সেলাম— সেলাম।

নুরু। ওহে শোননা, শোননা, বড় বিপদে পড়েছি।

১ম-ই। ভাই, আমার বিপদ দেখে কে।

নুরু। ওহে, কিছু টাকা না হলে আর আমার চলছে না।

১ম-ই। তা আমায় কেন বল্‌ছো, আরোত তোমার পাঁচ ইয়ার আছে, তাদের বলতে পারনা? একখানা বাড়ী দিয়েছিলে এই জোর,—তা না হয় ফিরিয়ে দেবো, জুলুম দেখ!

নুরু। অ্যায় খোদা! একে আমি মুখের জিনিস খাইয়েছি, ওহে করিম—করিম?

১ম-ই। আ! আঃ, যে কাজে যাব সেই কাজেই পেছু ডাকবে? রাখ ভাই তোমার ইয়ারকি, এখন আমার ফুপুর নানার চাচির মেসোর বড় ব্যামো, আমি হকিম ডাক্‌তে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

নুরু। ভগবন! এই দোস্তি! এই বলতো আমার জন্য জান দিতে পারে! এই দুনিয়া! ঐ দেদার আসছে, ও আমার কিছু উপকার করবেই। ওহে, ওহে, ওহে দেদার;—

(দ্বিতীয় ইয়ারের প্রবেশ)

২য়-ই। কিহে নুরুদ্দিন যে?

নুরু। তুমিতো আর আমাদের ওদিকে ভুলেও মাড়াও না।

২য়-ই। যাবো কি ভাই, আমি কি আর এদেশে ছিলেম।

নুরু। আমার সব শুনেছ?

২য়-ই। না, কিছুইতো শুনিনে!

নুরু। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

২য়-ই। বটে, বটে, বড় দুঃখের কথা, বড় দুঃখের কথা!

নুরু। তা দেখ ভাই, সরম খুইয়ে তোমায় বলি, আজ যে কি খাব তার সংস্থান নাই!

২য়-ই। কি আপশোষ, কি আপশোষ!

নুরু। তুমি ভাই যদি আমার একটি উপকার কর,—হাজার দশেক টাকা কর্জ্জ দেও, আমি একটা কারবার সার-বার করে খাই।

২য়-ই। ও আমার দশা,—কি বলবো ভাই, আমিও বড় পেঁচে পড়েছি ; তোমার সেই বাগান খানা নিয়েই সর্ব্বনাশ করেছি, সেই বাগান নিয়ে ইমাম মল্লিকের সঙ্গে মাম্‌লা, বাড়ী ঘর দোর সব বাঁধা পড়েছে, জরুর গহনা বেচে খরচা যোগাচ্ছি।

নুরু। তা ভাই কিছু না হয় দেও, আমার যে সত্যি সত্যি ডান হাত বন্ধ।

২য়-ই। কোথায় কি পাবো বল, বিষয় পেলেই কি দু'দিনে ফুঁকে দিতে হয় হে, সাম্‌লে চলতে হয়।

[প্রস্থান।

নুরু। এই দুনিয়া! এই মানুষ! এই দোস্তি! দূর হউক, ঘরে দোর দে না খেয়ে মরবো, তবু আর ছোট-লোকের খোসামোদ করবোনা, কমিনার কাছে হাত পাতবো না!

(তৃতীয় ইয়ারের প্রবেশ)

৩য়-ই। কিহে আমিরী ফুরিয়ে গেল, অত নবাবী কি চলে। ক'দিন আমাদের বাড়ী গেছেলে শুনলেম, আমি তখনই বুঝেছি, কিছু ধার চাই ; ও আছেই,—আজ আমিরী, কাল জোচ্চুরী।

নুরু। হ্যাঁহে তোমার বাড়ী ছিল না, ঘর ছিল না, দোর ছিল না, আজও যে আমার বাড়ীতে রয়েছ!

৩য়-ই। তাকি বলছি না, আরও দু'খানা থাকে দেওনা নিচ্ছি, আহাম্মকের ধন বুদ্ধিমানের অধিকার। এখনো

বাড়ীখানা আছে, তা শুন্‌ছি বাঁধা, ছেড়ে দেও, যা কিছু পাও নিয়ে কোথাও দুঃখে সুখে কাটাও,—সেলাম।

(চতুর্থ ইয়ারের প্রবেশ)

৪র্থ-ই। কিহে, তোমার টাকা ধার করতে যে দালাল বেরিয়েছে, তোমার মতন ফতুর হবার কার গরজ পড়েছে বল? বা—বা, রেতের স্বপন ভোরে ফুরাল! সেই যে অপয়া বাড়ীখানা দিয়েছ, সেই ইস্তক আমার একদিনও ভাল নাই; তখনই ভেবেছিলেম যে এ লক্ষীছাড়ার বাড়ী নেবোনা, হাভেতের জিনিস নিতে নাই।

[প্রস্থান।

স্লুরু। এই কি সংসার! এই কি ঈশ্বরের প্রধান সৃষ্টি, এই কি মানুষ! এই মানুষ কি দয়া ধর্ম্মের আধার! কৃতজ্ঞতা! তোমায় পশুপক্ষীর হৃদয়ে দেখেছি, বাঘ ভাল্লুকের হৃদয়েও থাকা সম্ভব; কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তোমার স্থান নাই, এ কথা নিশ্চয়। রাক্ষস, দৈত্য, দানা, লোকে যাদের অত্যাচারী বলে, তাদেরও দয়া আছে, তাদেরও ধর্ম্ম আছে, তাদেরও কৃতজ্ঞতা আছে। সয়তান কি মানুষের চেয়ে ভয়ঙ্কর! না—সয়তান মানুষের মতন ছল জানে না, মানুষের মতন বন্ধুর আকারে আসতে জানে না; সয়তানকে দুষ্‌মন জানে, মানুষকে বন্ধু জানে। সয়তান! যদি তোমার সয়তানী শেখবার প্রয়োজন হয়, তা'হলে মানুষের দোস্তি কর, বিশ্বাসঘাতকতা শিখবে, অকৃতজ্ঞতা

শিখবে, হাসিঢাকা কুটিলতা শিখবে; তোমার নরকের নীচের নরকে দেখে এস, সেখানেও মানুষের বাস, মানুষের তুলনায় তুমি দেবতা; মানুষ আর তোমার ঠেঁয়ে কি শিখবে! তুমি সকল দোষের আকর হলেও তুমি কপট বন্ধু নও। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দেখ, তুমিও প্রাণে দাগা পাবে। পৃথিবী! শাস্ত্রে বলে তুমি সুন্দর, মানুষের থাক্‌বার জন্য সৃষ্ট হয়েছ; কিন্তু মানুষের নিঃশ্বাসে তুমি নরক অপেক্ষাও ঘৃণিত স্থান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নুরুদ্দিনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

পারিসানা।

পারিসানা।— (গীত)

কে জানে কেমনে দিন বয়।
না জানি কঠিন প্রাণে সয়ে সয়ে কত সয়॥
বহিয়ে জীবন-ভার,
যন্ত্রণা হয়েছে সার,
গঞ্জনা আমার আমি তার;—
বেদনা রাখিতে বিধি গড়েছে মম হৃদয়।
কে জানে কি আছে বাকি, দেখি আরও কত হয়॥

(নুরুদ্দিনের প্রবেশ)

নুরু। সরে যাও—সরে যাও, তুমি মানুষের পয়দা—সরে যাও—আমি বাঘের সঙ্গে খেলবো, ভাল্লুকের সঙ্গে দোস্তি করবো, কালসাপ বুকে রাখবো, মানুষ না—মানুষ না—সরে যাও—তুমি মানুষের পয়দা।

পারি। কি বলছো!

নুরু। দেখ, আয়নায় দেখ,—তোমার মানুষের মতন মুখ, মানুষের মতন চোখ, মানুষের মতন চাতুরী-ঢাকা সুন্দর গঠন, তুমি সরে যাও—সরে যাও—আমি মানুষের বিষে জর জর হয়েছি! সরে যাও—সরে যাও——

পারি। আমি তোমার বাঁদী, আমায় কি বলছো?

নুরু। মানুষ গোলাম হয়, বাঁদী হয়, জানের জান কলিজার কলিজা হয়, আবার কুটিল দাঁতে বুকের ভিতর কামড়ে ধরে। অকৃতজ্ঞতা—অকৃতজ্ঞতা বিষে জর জর হয়েছি!

পারি। আমিতো তোমায় তখনি বলেছিলেম, যে দুনিয়ায় দোস্তি নাই; দুনিয়ার দোস্ত টাকা, দুনিয়ার দোস্ত বল, আর দুনিয়ায় দোস্তি নাই।

নুরু। শিখেছি, আর কেন সে শিক্ষা দিচ্ছ; হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় জেনেছি, আর শিক্ষার আবশ্যক নাই! বন্ধু ভেবে যাদের বাড়ী গেলেম, যাদের বাড়ীতে পদার্পণ করলে আপনাদের ধন্য বিবেচনা করতো, চুল দিয়ে জুতো ঝেড়ে দিতে চাইতো, আজ তাদের চাকর আমায় দেখে দোর দিয়েছে! আমি তবু বুঝতে

পারিনে,—আমি ভেবেছিলেম, অসভ্য লোক, আমার মান জানে না, তাই অমন করছে। যার বাড়ী যাই, শুনি বাড়ী নাই; অমি বুদ্ধিহীন, সত্য বিশ্বাস করেছি,—হবে কোন কাজে বেরিয়ে গেছে; কিন্তু আজ সব ধন্ধ ঘুচেছে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটেছে,—যারা আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছে, তাদের কাছে উদরান্নের জন্য হাত পেতেছি, কুকুরের মতন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে! তুমি যাও, কেন আর আমার সঙ্গে থাক! কেন অন্নাভাবে মর! আমার উপায় যা হবার তা হবে! তুমি কেন আর আমার সঙ্গে থেকে দুঃখ পাও!

পারি। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব!

হুরু। তা আমি কেমন করে বলবো! তোমার যেথায় প্রাণ চায়, যেথায় স্থান পাও, যেথায় সুখে থাক যাও! আর আমার কাছে থেকোনা! আমার কোথাও স্থান নাই! যদি থাকতো যেতেম, তোমায় সঙ্গে নিতেম! এই বাপ পিতামহের বাড়ী, এই খানেই জন্মেছি, এই খানেই মরবো! তারপর যে হয় টেনে ফেলে দেবে! তুমি আর তিল বিলম্ব করোনা, হেথায় থেকোনা, আমার ঘরে অন্ন নাই! হাভেতের ঘরে থাকতে নাই তুমি জান না?

পারি। প্রভু! আমি কিছুই জানিনা! কিছু জানবারও অধিকার নাই! আমি বাঁদী, আমার জানবার অধিকার কি? আজীবন যদি কিছু শিখে থাকি, আমার কিছু

জানতে নাই এই শিখেছি। বালিকা বয়সে মা বাপ জানতে নাই শিখেছি, পুতুলের মতন যেখানে রাখে, থাকতে শিখেছি; উঠতে বল্লে উঠতে হয়, বসতে বল্লে বসতে হয়, যে দাম দিয়ে কিনে নেবে তার হতে হয় শিখেছি। আমার ইচ্ছা নাই, প্রাণ নাই, মন নাই; তোমার কাছে দু'দিন আর এক শিক্ষা শিখেছিলেম, সে শেখাও আমার ফুরাল, কিন্তু দাগ রইল! যদি কখনো মৃত্যু হয়, যদি বাঁদীর মৃত্যু থাকে, সে দাগ যাবে কি না জানিনা! আমায় যেতে বলছো? কোথায় যাব! তুমি যেখানে রাখবে সেইখানেই থাকবো!

সুরু। আমায় কি বলছো, আমি কে? আমি অর্থহীন পুরুষ, জীবন্মৃত পুরুষ, হেয়, ঘৃণ্য, লোকের উপহাসস্থল!

পারি। তবে তুমি আমায় বিলিয়ে দিচ্ছ কেন! লোকে বলে আমার রূপ আছে, শুনতে পাই রূপের দরও আছে; যারা তোমার সাহায্যের জন্য এক টাকাও দিতে প্রস্তুত নয়, তারা আমার জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হবে। আমায় বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচ, যথেষ্ট অর্থ পাবে; যদি সাবধানে চল, আজীবন অভাব হবে না; আমার জন্য ভেবো না, আমি বাঁদী, বাঁদীর দশা যা হয় হবে। বাজারের জিনিস বাজারে বেচে এস, তাতে তোমার দোষ কি, তাতে তোমার দোষ নাই। তোমায় আমি ভালবাসতে শিখেছি, শিখেছি তার আর চারা নাই; তুমি সুখে আছ,

তোমার অভাব নাই, যদি এ ধারণা আমার মনে থাকে তা'হলে এ হেয় জীবনে কতক শান্তি পাবো; তুমি আমার মমতা করোনা!

(গীত)

নুরু।— প্রাণহীনা পাষাণে গঠন।
পারি।— বোঝনা বেদনা মম তাই কহ কুবচন॥
নুরু।— বোঝনা মম বেদনা, তাই দিতেছ যন্ত্রণা;
পারি।— মম ব্যথা তুমি জাননা;—
কেমনে বুঝাব বল দেখাতেতো নারি মন,—
নুরু।— প্রাণ ধরে দিব পরে, পরে কি জানে যতন॥

(একজন দাসীর প্রবেশ)

দাসী। নুরুদ্দিন সাহেব, আপনার দু'জন দোস্ত এসেছে।

নুরু। কে কে!

দাসী। আপনার সঙ্গে তাঁদের পথে দেখা হয়েছিল, তখন তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, তাই চলে গেছেলেন।

নুরু। ওহো বুঝেছি বুঝেছি, তাইতো বলি, এত বেইমানী কি হয়; তোমায়তো বলেছিলেম, আমার দোস্তরা তেমন নয়, তারা থাকতে কি আর কষ্ট পাব; যাও দাই তাদের আসতে বল।

[দাসীর প্রস্থান।

কি ভাবছো? আবার সুদিন হবে, কেউ কি লাক টাকার কম দিতে পারবে। যে আমার ঠেঁয়ে অতি

কম পেয়েছে, সে পাঁচ লাক টাকা পেয়েছে। তোমার কি হলো! এত বিমর্ষ হয়ে রইলে কেন?

পারি। প্রভু দাসীর কথা শোন, পেছনের দোর দিয়ে পালাই চল, নইলে নিশ্চয় বিপদ হবে, ওরা বন্ধু নয় শত্রু!

নুরু। তোমার ভারি অবিশ্বাসী মন ওরা দোস্ত; দুষ্মন নয়।

(দুইজন ইয়ারের প্রবেশ)

১ম-ই। নুরুদ্দিন—নুরুদ্দিন, তোমার বরাত ফিরেছে?

২য়-ই। আবার আমিরী কর আর কি।

নুরু। যখন তোমরা আমার বন্ধু, আমিতো আমীরই।

১ম-ই। শোন শোন, ও সব কথা রাখ, কাজের কথা শোন।

২য়-ই। উজীর সাহেব এসেছেন, তোমার সদরে খাড়া আছেন, তোমার বাঁদীকে নবাবের বড় মন হয়েছে, বেচে ফেল, যা চাও তাই পাবে।

নুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে, এখন কি এনেছ দাও, সরাব টরাব আনান যা'ক, অনেকদিন আমোদ হয়নি।

১ম-ই। আমোদতো এখন হরদম হবে, আমোদের ভাবনা কি, নবাব যখন হাতে হবে।

নুরু। তোমরা কি বলছো আমার বাঁদী কে! আমার স্ত্রী।

২য়-ই। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাও তাই বলেছি, খুব দর বাড়িয়েছি।

নুরু। কিহে, কি পাগলের মতন বকছো?

১ম-ই। বিশ্বাস কচ্ছোনা, এই দেখ ছোট উজীর সাহেব আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

(এলমোইনের প্রবেশ)

এল্‌মো। এই বাঁদী,—বাঃ বাঃ তোফা বাঁদী, আচ্ছা বাঁদী—

উমদা বাঁদী, নুরুদ্দিন মিঞা কি দর চাও বল; আচ্ছা দর করোনা, বল যা চাও দেবো।

নুরু। পাজি! তোর জরুর কি দর বল্? হেথায় নিয়ে আয় আমি কিন্‌বো।

১ম-ই। আহে নুরুদ্দিন মিঞা পাগ্‌লামো করোনা, পাগ্‌লামো করোনা, কিস্‌মৎ পা দিয়ে ঠেলোনা।

নুরু। সাবধান, তোমাদের সঙ্গে আমি নুন রুটী একত্রে খেয়েছি, তাই এখনও সয়ে আছি, নইলে এতক্ষণ গর্দ্দানার উপর মুণ্ড থাকতো না। তুই উজীর ন'স; তুই চামার,—তুই আমার স্বর্গীয় পিতার দুষ্‌মন! এ তাঁর গৃহ, এখনি দূরহ, নইলে তোরে আমি জুতিয়ে তাড়াবো।

এল্‌মো। কি—এত বড় বাৎ! কই হ্যায়রে?

(রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

এই বেটাকে বাঁধ? আর এই বেটীকে টেনে নিয়ে চল্!

১ম-র। আরে ইস্‌কা বাপ্‌কা নিমক খায়া, ইস্‌কো বাঁধে ক্যায়সে!

২য়-র। য়্যায়সা হো সেকে!

এল্‌মো। বাঁধনা বেটারা দাঁড়িয়ে রইলি যে?

১ম-র। খামিন, উও বড়া জুয়ান হ্যায়।

নুরু। আরে নরাধম—আমায় বাঁধবি। (আক্রমণ)

সকলে। বাবারে খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে।

[ইয়ার ও রক্ষকদ্বয়ের প্রস্থান।

নুরু। নরাধম—(উজীরকে প্রহার)

এল্‌মো। তোবা—তোবা, হয়েছে বাবা—হয়েছে, ছাড়ান দে!

নুরু। পাজি! বাঁদী কিন্‌বে?

এল্‌মো। না বাবা না? আমার বেটীর সাথে সাদি দিতে এসেছি।

নুরু। তুই পাজী, তুই বেইমান।

এল্‌মো। বেইমান মোর চৌদ্দপুরুষ।

নুরু। পাজী—

এল্‌মো। পাজী মোর চাচা।

নুরু। তুই দুষ্‌মন।

এল্‌মো। হ্যা বাবা, দুষ্‌মন মোর নানী।

নুরু। বাঁদীর বাচ্ছা, বাঁদী নেবে?

এল্‌মো। না বাবা, না বাবা, মুই বাঁদীর বাচ্ছার বাচ্ছা বাবা।

নুরু। মরবার বয়স হলো, তবু পেজোমা গেল না?

এল্‌মো। না বাবা না—গেলনা বাবা—গেলনা।

নুরু। আজ বাদে কাল মর্‌বি।

এল্‌মো। কাল মর্‌বো বাবা, কাল মর্‌বো।

নুরু। যা দূর হ', তোরে মাফ কল্লেম।

এল্‌মো। বেশ কর্‌লে বাবা, বেশ কর্‌লে।

নুরু। খবরদার - আর এ পথ মাড়াস্‌নে?

এল্‌মো। আবার—এই নাকে কাণে খৎ বাবা—নাকে কাণে খৎ।

[প্রস্থান।

পারি। আরও এখনো হেথা রয়েছ! পালাও! নইলে প্রাণে মর্‌বে!

নরু। তোমায় কার কাছে রেখে যাব!

পারি। আমার মায়া করোনা! আমায় সঙ্গে নিলে এখনি ধরা পড়বে!

নুরু। প্রাণের ভয়ে স্ত্রী ছেড়ে পালাবো! আমায় এমন কাপুরুষ মনে করোনা! আর পালাবইবা কোথায়! যে অর্থহীন তার পৃথিবীতে স্থান কোথা!

পারি। এখানে থেকোনা, চল আমরা দু'জনে পালাই!

নুরু। কোথায় যাব!

পারি। যেখানে দু'চোখ যায়, চল কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে থাকি।

নুরু। তুমি যাও! তোমার প্রাণে এখনও কোন সাধ পোরেনি! যদি ইচ্ছা হয় নবাবের কাছে যাও, আমি বারণ কর্‌বো না। আমায় কোথায় যেতে বল! রাজার হালে ছিলেম, কোথায় কুকুরের মতন পালাবো!

পারি। তবে এস দু'জনেই মরি! তোমার পদে এই আমার মিনতি, নবাবের দূত তোমায় বন্দী কর্‌তে এলে, তুমি আগে আমার প্রাণ বধ করে তারপর যা হয় করো! তোমায় ধরে নিয়ে যাবে—এ আমার বাঁদীর কঠিন প্রাণে সইবে না! আজীবন দুঃখ পেয়েছি, আর দুঃখ দিওনা! ঐ শোন কার পদশব্দ শোন, বোধ হয় রাজদূত আসছে!

(সেনজারার প্রবেশ)

সেন। বাবা নুরুদ্দিন! পালাও—পালাও—এই থোলে নাও, এতে আশরফি আছে; তোমার খিড়কীর দোরে দু'টি

ঘোড়া প্রস্তুত আছে, দ্রুতবেগে সমুদ্রের ধারে যাও; আমার এক বন্ধু সওদাগরিতে যাচ্ছেন, এই পত্র দেখিও, তা'হলেই তোমাদের জাহাজে স্থান দেবেন। তোমার বাপের অনেক খেয়েছি, কিছু ঋণ পরিশোধ কর্‌তে দাও, পালাও পালাও?

নূরু। মিঞা তুমি আমার বাপের সমান।

[নুরুদ্দিন, পারিসানা ও সেনজারার প্রস্থান।

(রক্ষকগণসহ এল্‌মোইনের প্রবেশ)

এল্‌মো। ধর্‌ বেটাকে—বাঁধ বেটাকে, কোথায় গেল—কোথায় গেল—খোঁজ বেটাকে—বাঁধ বেটাকে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বোগদাদ্—দিল্‌খোস বাগ।

নুরুদ্দিন ও পারিসানা।

নুরু।— (গীত)

বিস্তার মেদিনী।
মানব-বেদনা তুমি বুঝ কি মা শ্যামাঙ্গিনী॥
কোথা হেরি মরুভূমি,
কোথা আমোদিনী তুমি,
কোথা তুঙ্গ শিলামালা, কোথা সলিল-ধারিণী॥
তোমার হৃদয় সম, হের মা হৃদয় মম,
তোমারি গঠন সম, এ গঠন নিরুপম,
সহে মা তোমার যত, এ হৃদয় সহে তত,
প্রখর রবির কর, আঁধারে চলে দামিনী॥

আহা দেখ দেখ, অতি সুন্দর উপবন, এস আমরা এই খানেই বিশ্রাম করি।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। হালা—ফের আবার আইছ, বাগিচার মধ্যি শুইছ, সাথে ম্যায়ালোক আন্‌ছো,—মজা উরাবে রাতে; এই ডাণ্ডার চোটে মজা উরান দ্যাহাচ্ছি। আরে হ্যাদে, এ দু'টো কেডা,—দ্যাখ্‌তিছি যেন বাদ্‌সার ছাওয়াল, আর এডা যেন বাদ্‌সার বেটী, কিছু বল্‌বোনা, বক্‌সিস্ দেবে অ্যানে।

নুরু। মিঞা সেলাম্।

ইব্রা। আরে কেডা তুই ভাল মান্‌ষের বেটা, পরের বাগিচায় আইছ ?

নুরু। সাহেব, এ কার দৌলতখানা ?

ইব্রা। কেডার ক'ও, গ্যাখ্‌ছনা, তোমার সাম্‌নে দারিয়ে আছি।

নুরু। তবেতো বেশ ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে; আমরা প্রবাসী লোক, আপনার আশ্রয়েই থেকে যাই।

ইব্রা। থাক্‌বা থাহ, কিন্তু আজ মোর রোজার দিন, খাতি দাতি কিছু পাবানা; খাতি দাতি চাও, গাঁট্‌থে পয়সা ফেলে বাজারথে কিনে আন ?

নুরু। কেন সাহেব, রোজার দিনেতো রাত্রে রোজা খুল্‌বো।

ইব্রা। না, মুই রাত দিনই রোজা করতি থাহি,—আজ নয়, কাল নয়, রোজা খোল্‌বো পর্‌শু সাঁজে।

নুরু। মিঞা, এই দু'টি আশর্‌ফি নাও, তুমি যদি কাউকে দিয়ে আনিয়ে দাও।

ইব্রা। এঁ্যা,—কি জোচ্চুরী কর্‌বার আইছ, তামায় হিঙ্গুল মাখাইছ, ঠিক আশর্‌ফির মতন কর্‌ছো!

পারি। কেন সাহেব সন্দেহ কর্‌ছো, দেখ্‌ছোনা ও আশর্‌ফি, তা যা হয় কিছু খাবার আনিয়ে দাও, তোমারতো লোকজন আছে।

ইব্রা। আরে পর্‌দেশী মানুষ আইছ, কে ঠহাবে, আপনিই যাই, আপনিই যাই।

মুরু। মিঞা সাহেব, আর দু'টি আশর্‌ফি নাও, একটু সরাব্ যদি আন, আমরা রাত্রে সরাব্ না খেলে থাক্‌তে পারি না।

ইব্রা। কি! এত বড় বাৎ মোরে কও! মুই সরাব্ ছুঁই?

পারি। তা নয়, তুমি সরাব্ ছোঁওনা জানি, কাউকে বলে যদি অনুগ্রহ করে আনিয়ে দাও।

ইব্রা। কি কর্‌বো যাই, ঐ গাধাডা চর্‌তিছে স্থাখ্‌তিছ?

পারি। এই একটা গাধাইতো দেখ্‌তে পাচ্ছি।

ইব্রা। ঐডের গলায় ঝুলিয়ে সরাব্ আন্‌বো, মুই ছুঁবোনা, মুই ছুঁবোনা, বুড়া হলেম, সরাব্ ছুঁতি পারি!

পারি। হ্যাঁ তাতো বটে, তাতো বটে; তায় হলো তোমার রোজার দিন।

মুরু। আর দেখ মিঞা, আর এই চার্‌টি আশর্‌ফি নাও, যদি কোন নাচনাওয়ালী টাচনাওয়ালী পাও, তা'হলে বায়না দিয়ে নিয়ে এস?

ইব্রা। কি আমোদ কর্‌বা নাহি, আমোদ কর্‌বা নাহি! তা আন্‌ছি, তা আন্‌ছি, মোর রোজার দিন, মুই থাক্‌তি নার্‌বো, মুই থাক্‌তি নার্‌বো!

পারি। মিঞা, আমারও রোজার দিন, আমি তোমার সঙ্গে

এক কোণে পড়ে থাক্‌বো ; ওরা আমোদ টামোদ করতে হয় করবে।

ইব্রা। হাদে তুমিও রোজা কর্‌ছো নাহি, তা বেশ বেশ, দু'জনে থাক্‌বো ; রোজা খুলতি হয় খোল্‌বো, রাখ্‌তি হয় রাখ্‌বো।

পারি। তা সেই ভাল তুমি এসগে, সব জিনিস পত্র নিয়ে এস।

ইব্রা। (স্বগতঃ) ওঃ আজ খুব বরাত খুল্‌ছে ; এক আশর্‌ফির মধ্যি খানা আর সরাব্ কিন্‌বো, তা খেয়েও কিছু থাক্‌বে ; আর এক আশর্‌ফির মধ্যি নাচনাওয়ালী বায়না কর্‌বো, তা খেয়েও কিছু থাক্‌বে ; দেহ না— পদীরে দেব দু'টাহা, খুঁদীরে দেব চার, পুঁটীরে দেব তিন, আর ময়নারে দেব পাচ, এইতো আচ কর্‌ছি। ওঃ বড় মজা হবে অ্যানে, এই আশর্‌ফিতে বছর চল্‌বে। আর এই ছুঁরীডের বুঝি আমার উপর মন পড়ছে ; কি জান, ও চহের কারখানা, ওর চহি লাগ্‌ছে ; বুড়া হাথ্‌লি কি হয়, রসিক সম্‌ঝেছে।

[প্রস্থান।

খুরু। বুড়োটা ভণ্ড, ওর বাগান নয়, কোন আমীর লোকের বাগান। চল নিদেন এক দিনের তরে আমিরী চাল চালি, তারপর কাল সকালে যা থাকে কপালে।

খুরু।— (গীত)

কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে।
ভেবে ভেবে ভবের খেলা বুঝ্‌তে পারে কে কবে॥

ভেবে ভেবে যায়তো চিরকাল,
ভাবে কে বদ্‌লেছে কার হাল,
আজ ভাবে কাল সুখী হবে, আসেনা সে কাল ;
সময়ের স্রোত বয়ে যায়,
ওঠা নাবা ঢেউ চলে তায়,
কাল ভেবে যে কাল কাটাবে, ভয়ে ভয়ে সে রবে ;
ছেড়না দিন পেয়েছ, আমোদ করে নাও তবে ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বোগ্দাদ্—দিল্‌খোস-বাগের পশ্চাৎ—ক্ষুদ্র নদী।

(কালীফ্ ও জাফের)

কালীফ্। জাফের, আমার দিল্‌খোস-বাগে কোন আমীরকে বাসা দিয়েছ ?

জাফের। না জনাব।

কালীফ্। তবে ও কি ! ও রোসনাই কিসের ? আমি ভেবে-ছিলেম বুঝি সহরে আগুণ লেগেছে ; দেখ্‌ছি তুমি কিছুই খবর রাখনা।

জাফের। জনাব ! আমার এখন স্মরণ হলো, বাগিচা-রক্ষক আমায় বলেছিল, যে মক্কা থেকে কতকগুলি মোল্লা আস্‌বে, তাদের ঐ বাগিচায় স্থান দেব।

কালীফ্। আচ্ছা কি রকম মোল্লা দেখিগে চল ?

জাফের। জনাব! তারা ফকির লোক, তাদের কাছে গে কি করবেন, কাল সকালে তাদের সভায় ডেকে পাঠান যাবে।

কালীফ্। আশ্চর্য্য হচ্ছো কেন? আমার তো প্রজার কুটীরে কুটীরে ফেরা চিরদিন স্বভাব! এরা তীর্থস্থান থেকে এসেছে বল্‌ছো, এদের কাছে যাব দোষ কি? উজীর, এত আলো জ্বেলে মোল্লারা কি দেব-সেবা কর্‌ছে আমায় দেখ্‌তে হবে। এই যে পোলের দোরও খোলা দেখ্‌ছি, বোধ হয় আমার সকল হুকুমই এইরূপ তামিল্ হয়। এই যে কারা আস্‌ছে, ঠাউরে দেখ দেখি, জেলেই বোধ হচ্ছে না? মাছ ধর্‌তে আস্‌ছে; আস্‌বে না কেন, হুকুম আমার মুখের কথা বইতো নয়,—তোমার মতন উজীর থাক্‌তে আরতো তামিল্ হবে না। এই তোমার মোল্লাদের সঙ্গে ভাব্‌ছি আমি মক্কায় যাব। আজ আমার হুকুম বেতামিল্, কাল তক্ত থেকে আমায় নাবাবে?

জাফের। জাঁহাপনা! গোলামের গোস্তাকি মাফ হয়।

কালীফ্। কতবার মাপ হবে? এই দিকে এস, লুকোও, জেলেরা যেন আমাদের দেখ্‌তে না পায়। (অন্তরালে অবস্থান।)

(জেলে ও জেলেনীর প্রবেশ)

(গীত)

রকম রকম জাল আছে।
যেখানে যা জাল চলে তা, ঠিক ফেলি এঁচে এঁচে॥

কাত্‌লা কি রুই দিলে গা ভাসান্‌,
দু'জনে দিই বেড়া-জালে টান,
বিষম জালে পায়না গো এড়ান ;
নিয়ে ছেঁকনী জাল, করি চুনো পুঁটী ঘা'ল,
ঘুরণ-জালে হয় কত নাকাল ;—
পড়ে কুচো চিংড়ী আপ্‌নি ধরা,
পোল চাপা দি পেঁকো মাছে।
ঘাই দিয়ে কি এড়িয়ে যাবে, জেলে জেলিনীর কাছে ॥

জেলে। মাগী, মাগী, চুব্‌ড়ী পাত, চুব্‌ড়ী পাত ?

জেলিনী। মিন্‌সে, মাছ বের করিস্‌নে, মাছ বের করিস্‌নে, কে আস্‌ছে ?

জেলে। তুই মাগীও যেমন, কে আর আস্‌বে ; উপরে আলো জেলে হল্লা করে সরাব্‌ খাচ্ছে শুন্‌তে পাচ্ছিসনে ?

(কালীফের প্রবেশ)

কালীফ্‌। কে তুই ?

জেলে। কেউ নই বাবা, কেউ নই !

কালীফ্‌। চুরি করে মাছ ধর্‌ছিস্‌ ?

জেলে। মাছ ধর্‌ছি বাবা ! চুরি করিনে বাবা ! তোমার জন্যেই মাছ ধর্‌ছি বাবা !

কালীফ্‌। আমার জন্যে মাছ ধর্‌ছিস্‌ তো দে মাছ দে ?

জেলিনী। ও বাবা ! ও মাছে বড় কাঁটা বাবা ! এই দু'টো পেটী কেটে দিই, নিয়ে যাও বাবা ! মুড়ো দু'টো রেখে যাও বাবা !

জেলে। চোপ্ বেটী,—এখনি দু'টো মুড়োই উড়িয়ে দেবে।

কালীফ্। এইদিকে মাছ নিয়ে আয় ?

জেলে। যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি! জেলেনী, তুই জাল গুড়িয়ে বাড়ী যা, আমার বোধ হয় দিন গুড়িয়েছে! জমাদারের সঙ্গে যাই!

[কালীফ্ ও জেলের প্রস্থান।

জেলিনী।— (গীত)

মিন্‌সে যদি মারা যায়।
ভাব্‌ছি তাই, মনের মতন মানুষ পাওয়া হবে দায়॥
একটু যেমন বয়স হয়েছে,
সে তেমন থাকেনা কাছে,
নেশার ঝোঁকে আন্‌মনে আছে ;—
খিট্‌খিটে নয়, হেসে কথা কয়,
মনের মতন হয়ে সদা রয় ;—
প্যান্‌পেনে, নয় জড়ানে, ফিরে না সে পায় পায়॥

(জাফেরের প্রবেশ)

জাফের। ও মাগী ?

জেলিনী। কি বাবা! কি বাবা! মাছের মুড়ো দু'টো ফিরিয়ে এনেছ বাবা? ও বড় কাঁটা মাছ; খেলে গলায় বাধ্‌বে, ও পাকা মাছ চিবুলে দাঁত ভাংবে।

জাফের। ও মাগী শোন, শোন, এই টাকা নে, মাছ কিনে নিস্; বল্‌তে পারিস্, ঐ বৈঠকখানায় কারা আলো জ্বেলে গোল কর্‌ছে ?

জেলিনী। দোহাই বাবা! জানিনে বাবা!

জাফের। পোলের ফটক্ খোলা আছে কি করে জান্‌লি?

জেলিনী। ঐ সর্দ্দার মালী সরাব্ কিন্‌তে গেছেলো, ভুলে দোর খুলে রেখেছে; আমি হাট থেকে যেতে দেখেছিলেম।

জাফের। সর্দ্দার মালী কে?

জেলিনী। ঐ যে বাবা বুড়ো, দাড়ী নাড়ে, যে এই বাগানে থাকে; ঐ যে বাবা, যে চোখ বুঝে রাত দিন নেমাজ পড়ে।

জাফের। আরে কে এসেছে জানিস্?

জেলিনী। না বাবা! বড় কাঁটা মাছ বাবা; মুড়ো দু'টো দিয়ে যা বাবা! খেতে পার্‌বি না, দোহাই বাবা! দোহাই বাবা!

জাফের। চোপ্ মাগী। [প্রস্থান।

জেলিনী। আমায় কর্‌লে মুখে চোপ্, মিন্‌সের দিয়েছে গর্দ্দানায় চোপ্! হায় হায় কি হলো! মিন্‌সে ছিল ভাল, এদ্দিনে মারা গেল! আমি এখন অবলা,—কি করি—কি আর কর্‌বো, ঘরে যাই, দু'টি খাই, কেঁদে কেটে চোখ কাণ বুজে কোনমতে আজ্‌কের রাতটা কাটাই! কাল সকালে যখন কবর দিতে যাব, মনের মতন যাকে পাব নিকে কর্‌বো! আহা যেমনটী গেল, তার চেয়ে একটি ভাল হয়!

(কালীফ্ প্রদত্ত রাজপরিচ্ছদে জেলের পুনঃ প্রবেশ)

জেলে। (হাঃ—হাঃ—হাঃ) কি রকমটা দেখাচ্ছে, একবার জলে মুখটা দেখি; ওঃ আমীরের বাচ্ছা!

জেলেনী। ও বাবা! ও বাবা! আমার জেলে কোথায় গেল!

জেলে। দেখ্‌ছি বেটী চিন্‌তে পারেনি, বাবা বলে ফেলেছে।

জেলেনী। ও বাবা! কথা কচ্ছোনা কেন বাবা!

জেলে। সরে যা' বেটী, আমি এখন রেগেছি।

জেলেনী। আমলো! তুই মুখপোড়া!

জেলে। খবরদার বেটী, আমীর ওমরার সঙ্গে মুখ সাম্‌লে কথা ক'স।

জেলেনী। তবেরে ঝেঁটাখেকো, তুমি আমীর হয়েছ?

জেলে। সরে যা' বেটী, খানিক পায়চারী করি; আমরা আমীর ওম্‌রা, পায়চারী না কর্‌লে পান্তাভাত হজম্ হয় না।

জেলেনী। এখনো ন্যাকামো,—খ্যাংরার চোটে তোর আমিরী বের কর্‌ছি।

জেলে। এখানে খ্যাংরা কোথা পাবি বেটী? পাবি বেটী—খ্যাংরা বেটী? শোন্ শোন্,—এইবারে বরাত ফির্‌লো, দেখ্‌ছিস্ বেটী, দেখ্‌ছিস্,—এ সব হীরে মুক্তো—একটার দাম হাজার টাকা; এই জুতোর মুক্তোটা তোর নথে দেব।

জেলেনী। আর ঐ জুতো দে তোর নাক ভাংবো।

জেলে। আমর বেটী কুঁজড়ো—জেলের মেয়ে কিনা, এই আমিরী একটু ঠাণ্ডা হয়ে শেখ; তা না হলে আমার সঙ্গে আমিরী কর্‌বি কি করে?

জেলেনী। তবে রে পোড়ারমুখো—তোল্—জাল তোল্, নদীর ধারে আমিরী কচ্ছেন?

জেলে। তবে চল্ চল্ ঘরে চল, পা টিপবি আর আমিরী বাত শুন্‌বি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্‌খোসবাগের নাচঘর।

নুরুদ্দিন, পরিসানা, ইব্রাহিম ও নাচ্‌নাওয়ালিগণ।

নাচনাওয়ালিগণ।— (গীত)

সরলা মিলে সরলে।
আমোদে ঢল ঢল পিয়ালা চলে॥
পিয়ালা জানেনা ছলা, পিয়ালা চুমে সরলা,
আমোদে ঢলে পিয়ালা, আমোদে বলে পিয়ালা,
আমোদে প্রাণ ঢেলেছি, আমোদে আছি গলে॥

ইব্রা। হ্যাদে সোণারচাঁদ! এদের তো নাচগান হলো, এই-বার তুমি একটি গাও?

পারি। মিঞা কাছে বসো, ছুটো কদর্ কর?

ইব্রা। আচ্ছা আচ্ছা বস্‌ছি বস্‌ছি।

পারি। কিছু খাও?

ইব্রা। সেকি! সেকি! রোজা কর্‌ছি—সবার সাম্‌নে একি বল্‌তিছ, রোজা কর্‌ছি, রোজা কর্‌ছি।

পারি। আমি এই ওড়্‌না ঢাকা দিচ্ছি।

ইব্রা। ছাড়্বানা, ছাড়্বানা ?

পারি। না মিঞাসাহেব ছাড়্বোনা।

ইব্রা। আচ্ছা আচ্ছা, আর রাত হইছে, রাত হইছে, অ্যাহন রোজা খুল্‌তি দোষ কি ? এইবার গাও,—আরে ছি ছি সরাব্ আমি ছুঁই ?

পারি। ছোঁবে কেন ? আমি আল্‌গোছে গালে ঢেলে দিচ্ছি।

ইব্রা। আরে কি কইছ ! ছুঁরীরা রইছে, ছুঁরীরা রইছে !

পারি। এই আঁচল ঢাকা দিয়েছি।

ইব্রা। আরে কি কর্‌লে, কি কর্‌লে ! (মদ্যপান)

নাচনাওয়ালিগণ।— (গীত)

রসের গুঁড়ো বুড়ো আমার খায়না কেবল আড়ে গেলে।
ছোঁয়না সরাব্ নিষ্ঠে ভারি, আল্‌গোছে দেয় গালে ঢেলে॥
ভাবে মজে চোখ বুজে থাকে,
নেটী-পেটী কাছে আসে, যে তারে ডাকে,
আস্তিসো সে সবার মন রাখে ;
সদা চায় প্রাণ ঢেলে দেয়, প্রাণের মতন প্রাণ পেলে,
আগা গোড়া চলে এক ঢেলে ॥

পারি। আর একটু খাও ?

ইব্রা। দেখ,—ওরা সব দ্যাখ্‌তিছে ?

পারি। খাবেনা ? তবে আমি উঠে যাই ?

ইব্রা। আচ্ছা খেতেছি, তুমি আঁচল ঢেকে দেও (মদ্যপান) এইবার তুমি গাও ?

পারি। তুমি নাচ তো গাই।

ইব্রা। হ্যাদে লাচ্‌তে কি আছে, লাচ্‌তে কি আছে।

পারি। নাচ্‌বে না? তবে আমি গাইব না।

ইব্রা। তুমি মোরে ব্যাভ্রম কর্‌তি চাও?

পারি। আহা নাচ্‌লেই বা, এখানে আর কে আছে; এস আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে নাচি এস।

ইব্রা। তুমি লাচ্‌বা, তুমি লাচ্‌বা? ওঃ তাই কওনা ক্যান্, তাই কওনা ক্যান্? বিবিজান! সরাব্ পিবেনা?

পারি। তুমি আগে খাও?

ইব্রা। বিবিজান, লাচ্‌বানা?

পারি। তুমি নাচতো আমি গান গাই।

(গীত)

পারি।—দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে গিয়েছি ঠেকে।
প্রাণ মন মজ্‌লো মুখ দেখে॥

ইব্রা।— বিবিজান ঝুট্ না বল?

পারি।— বিদেশী ছল কত জানে,
নইলে প্রাণ কেন টানে,
মানে মানে ফির্‌বো কেমনে;
মন্‌তো মানা না মানে,
দেখনা নয়ন বাণ হানে;—
রসিক এসে রসের ঘরে দাঁড়িয়েছে এঁকে বেঁকে॥

ইব্রা।— বিবিজান ম্যারে ফেল!

(জেলের বেশে কালীফ্ বাদ্সার প্রবেশ)

(গীত)

আনেছি মছ্লি তাজা, পাবা মজা ভ্যাজে খ্যালে।
দ্যাখ্‌বে অ্যানে চাটের চটক, পিয়ার সনে সরাব্ ঢ্যালে ॥
বেচিনা হাট বাজারে, যারে তারে,
নইতো তেমন জ্যালের ছ্যালে,
যে দর্ করে তার যাই না ঘরে,
মাছ দিয়ে যাই আমীর প্যালে ॥

ইব্রা। আরে মাছ ব্যাছচো কি দর্?

কালী। আরে সর্ সর্, এ মাছের তোর কিসির খবর?

ইব্রা। কি বল্‌ছো, মোরে চেন্‌ছো কি না চেন্‌ছো? মুই এই বাগিচার মালেক; হালার পুত তা কি জান্‌ছো?

কালী। আরে তুই তো কমিনা,
সরকারে পা'স মায়না।

ইব্রা। হ্যাদে বটে বটে,—
তোর গোস্তাকি বের কচ্ছি সোঁটার চোটে।

পারি। আরে মিঞা বসো বসো,
সরাব্ ঢাল কাছে এস?

ইব্রা। আচ্ছা তুমি বল্‌ছো বস্‌ছি,
কাল ফজরে হালার নাকে ঝামা ঘস্‌ছি।

কালী। ছাখ্‌বি অ্যানে শ্যাষে,
কে কার নাকে ঝামা ঘসে।

ইব্রা। বিবিজান! মোর ভারি গোস্মা, জান?

পারি। তা জানি একটু সরাব্ টান।

স্থরু। বাঃ বাঃ, তোফা মাছ, তুমি কি চাও ?

কালী। এই বিবির একটি গান শোনবার চাই।

পারি। আমার গান শুন্‌বে ?

কালী। হাঁঃ, বড় সাধ করে আইছি।

পারিসানা।— (গীত)

জানিনা জীবনে আমি কার।

অজানা মানা, প্রাণহীনা, যার কাছে থাকি তার ॥

ব্যথার ব্যথিত আছে, শুনিনে তো কার কাছে.

না জানি পাষাণে কেন প্রণয় যাচে ;

ব্যথার ব্যথিত হয়ে, আছে মম মুখ চেয়ে,

যাতনা সয়ে ;—

পাষাণে বহে কি বারি, প্রাণ কি আছে আমার ॥

পিয়াসা প্রেম-বাসনা, কিশোর বয়সে মানা,

গঞ্জনা লাঞ্ছনা কামনা ;—

প্রেম-আশা কেন মম, নাহি প্রেমে অধিকার ॥

স্থরু। দেখ, তুমি ওর গান শুন্‌লে, আমার একটি গান শোন

(গীত)

যতনেরি ধন নারী রাখিতে নারি যতনে।

যে জানে সে জানে ব্যথা কথায় কব কেমনে ॥

সাধ যারে হৃদে রাখি, ধূলায় লুণ্ঠিত দেখি,

আরো কত আছে বা বাকি ;—

ঘন ঢাকা হৃদি-চাঁদে, কার নাহি প্রাণ কাঁদে,
ঢেকেছে বিষাদ ঘন, হৃদি-চাঁদ হৃদি সনে ॥

কালী। আপনি কেডা! কোন্ আমীরের ছাওয়াল?

নুরু। আমি বিদেশী।

কালী। আর ওনারে যে দ্যাখ্ছি, উনি কি আপ্নার কবিলে? এমন রূপও দেহিনে, আর এমন গানও শুনিনে!

নুরু। তোমার কি মনোমত?

কালী। হ্যাদে, ওনারে কার না মন চায়।

নুরু। আচ্ছা যদি যত্নে রাখতো তুমি নাও; আর এই আশর্‌ফি নাও, আমার ঠেঁয়ে আর কিছুই নাই, থাক্‌লে দিতেম।

কালী। কি বল্‌ছেন, ওনারে নেব কি! উনি যে আপনার কবিলে?

নুরু। শোন, আমার অনেক জিনিস ছিল; যে যখন যা ভাল বলেছে, তখনি তা দিয়েছি; আজ তুমি আমার জানিকে ভাল বলেছ, তুমি নাও, আমার যা ছিল তা ফুরুল!

কালী। হ্যাদে বিবি, তুমি মোর সাথে আস্‌বা?

পারিসানা।— (গীত)

প্রাণ দিয়ে ঠেল না হে পায়।
পাষাণে পেয়েছি প্রাণ, প্রাণ যে তোমারে চায় ॥
পেয়ে তব ভালবাসা, হৃদয়ে ফুটেছে আশা,
প্রেমে দেছ প্রেম-পিয়াসা ;—
নিরাশা-সাগরে চাহ ডুবাইতে অবলায় ॥

ইব্রা। হ্যাদে জ্যালিয়া, তোর ভাব্‌ড়া মুই ত্যাখ্‌তিছি।

কালী। কি দ্যাখ্‌বি, এই বিবিরে নিয়ে আর আশর্‌ফি নিয়ে মুই চল্‌লেম।

ইব্রা। আর যাবানা,—তবে আর রং করবা কিসি? ছ'টা মাছ আন্‌ছো, এই ছ'টা টাহা নাও, ভাল মানষের পোলার মতন চুপি চুপি চলি যাও?

কালী। কি! মুই আশর্‌ফি ছাড়্‌বো, বিবিরে ছাড়্‌বো?

ইব্রা। ছাড়বা ক্যান্? বোস কর মুই আস্‌তিছি; ছাড়্‌-বানা? পিঠির ছাল ছাড়াবো অ্যানে, বোস্ কর, তাল্লাক যদি সর্‌বা?

কালী। মুই বোস্ কর্‌ছি, তাল্লাক যদি না ফের্‌বা।

ইব্রা। এ সিদে বাৎ; ডাণ্ডা দ্যাহিলেই আরো সিদে হবে অ্যানে।

[প্রস্থান।

(জাফেরের প্রবেশ)

কালী। জাফের?

জাফের। জনাব!

কালী। আমার সভার পরিচ্ছদ এনেছ?

জাফের। হাঁ খামিন! পাশের কামরায় আছে।

কালী। বিদেশী, তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার পরিচয় আমি শুন্‌বো। মা! তুমি এইখানেই বসো, কিছু ভয় নাই।

[কালীফ্, মুরুদ্দিন ও জাফেরের প্রস্থান।

(ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ)

ইব্রা। কনে গেল, কনে গেল? বিবিজান ধর্‌তি পার্‌লে না?

নাচনাওয়ালিগণ।— (গীত)

* হদ্দ মুদ্দ মদ্দ রেগেছে।

(তারা) পেয়ে সাড়া, পাড়া ছাড়া, খাড়া খাড়া ভেগেছে॥

ঝাঁক্‌ছে যে হুঙ্কার, ঘুম ভেঙ্গেছে ধোপার,

রোকে রোকে আস্‌ছে ঝুঁকে ধরে রাখা ভার ;—

যেন খোল্ মাখা বিচিলী দেখে গোইলে বাগে তেগেছে॥*

ইব্রা। এই যে হালা আশর্‌ফি রেখে প্যালেছে! বিবিজান, তোমার মরদ্‌টাও কনে গেছে দ্যাখ্‌ছি!

১ম নাচ। তোমার ভয়ে ওকে ফেলে পালিয়েছে।

ইব্রা। বেশ হইছে, বেশ হইছে, অ্যাহন্ তোমরা যাও, কাল তোমাদের টাহা দেব অ্যানে। তোমরা কনে থাহ? তোমাদের পেঠিয়ে দিছে কেডা?

১ম নাচ। নাচ-ঘরে আলো জ্বালা দেখে, আমরা আপনা আপনি এসেছি।

ইব্রা। অ্যাহন যাও, অ্যাহন যাও, কাল টাহা পাবা। বিবি, এ আশর্‌ফি থাক্ মোর সাথে। হ্যাদে বল্‌ছি যাও, তবু দেরিয়ে রলো,—এ বিবিজানের সাতে আছে বাৎ। অঁ্যা! যাব কনে,—ঐ জাঁহাপনা,—বিবিজান! তোমার লেগে গেল গর্দ্দান!

(রাজবেশে-কালীফ্ ও নুরুদ্দিনের প্রবেশ)

কালী। এই যে তুমি ফিরে এসেছ, কি সাজা দেবে?

ইব্রা। (ভয়ে কম্পন) জাঁ—হা—প—না, জাঁ—জাঁ—পনা—পনা——

কালী। সাজা দেবে না সাজা নেবে?

পারি। হজরৎ! যার দেব-দর্শন হয়, শুনেছি সে বর পায়, আমার দেবতা প্রত্যক্ষ, আমি বর প্রার্থনা করি, জাঁহাপনা এ ব্যক্তির প্রাণদান দিন।

কালী। মা, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। দূরহ বেই-মান! এই দেবীর কৃপায় তোর আজ জীবন রক্ষা হলো।

[ইব্রাহিমের সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান।

নুরুদ্দিন, এই পত্র নাও, আজি তুমি স্বদেশে যাও, তোমার নবাব মহা সম্মানে তোমায় তক্ত ছেড়ে দেবেন।

নুরু। বন্দেনেবাজ! গোলাম তক্ত প্রয়াশ করে না; নবাবের তক্ত নবাব ভোগ করুন; আমি যাতে নিজের বাড়ীতে থেকে, জনাবের কৃপায় রুটী করে খেতে পারি, তাই যেন নবাব করেন।

কালী। বুঝলেম, তুমি অতি সজ্জন। তুমি যাও, কোন আশঙ্কা করোনা; আমার কথায় তুমি পুনর্ব্বার অতুল ঐশ্ব-র্য্যের অধিকারী হবে। এটি আমার কন্যা, এ আমার কাছে থাক; আমরা যথা সময়ে তোমার বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হবো; আপাততঃ রাজকার্য্যে বিব্রত আছি, নইলে একত্রে যেতেম। (নাচনাওয়ালীদের প্রতি) তোমরা কি করে এলে, তোমাদের কে এখানে নিয়ে এল?

১ম নাচ। জাঁহাপনা! আমরা উদ্যান ভ্রমণে এসেছিলেম, অপূর্ব্ব

নরনারী দেখ্‌লেম। জাঁহাপনার আজ্ঞা আছে "বিদেশী লোক দেখলে অভ্যর্থনা কর্‌বে।" ইতিপূর্ব্বে আমরা এমন সমাদরের ব্যক্তি দেখি নাই।

কালী। যথার্থ বলেছ; আমি তোমাদের উপর পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। আজ হ'তে তোমরা বাঁদী নও, আমার এই কন্যার সখি; আমার কন্যার ন্যায় রাজপুরে আদরে থাক।

[প্রস্থান।

নাচনাওয়ালিগণ।— (গীত)

দেখি আজ নূতন দুনিয়া।
নূতন তানে, নূতন প্রাণে গেয়ে যায় হাওয়া॥
নূতন শশী উঠেছে, শশী ঘেরে নূতন নূতন তারা ফুটেছে,
নূতন ফুলে আজকে নূতন সৌরভ ছুটেছে,—
প্রাণ মন নূতন জীবন পেয়েছি নূতন হিয়া।
উথ্‌লে উঠে নূতন রসের দরিয়া॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বসোরা—নবাবের দরবার।

সুলতান মহম্মদ, এল্‌মোইন, নুরুদ্দিন, সেনজারা ও রক্ষকগণ।

এল্‌মো। আন্‌ছে মৌত টেনে, ফাঁদে আর যাবা কনে; বন্দে-
নেবাজ! এ ঝুট সনন্দ আন্‌ছে; ওর সাথ কালী-
ফের অইছে মুলাকাৎ; বল্‌তিছে এহন ঝুটবাৎ—
মোদের দ্যাখ্‌ছি সাফ বোকা জান্‌ছে।

মহ। এ কে?

এল্‌মো। জাঁহাপনার পেয়ারা উজীরের ছাওয়াল। ঐ বাঁদীটে
নিয়ে ভেগেএল, অ্যাহন একটা ফন্দি এঁচে ঘরে
অ্যাল। ওরে জায়গীর দেও, তালুক দেও, মুলুক
দেও?

মহ। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, এ কালীফের সই-
মোহরই বটে!

এল্‌মো। বন্দেনেবাজ! জাল কর্‌ছে।

সেন। হ্যাঁ খুব সোজা কাজটা; কালীফের সই-মোহর জাল
করেছে, বড় সোজা কাজটা।

এল্‌মো। ওরে কি তুমি যে সে পাইছ? আর বন্দেনেবাজ!
দ্যাহেন দ্যাহেন, উপরে কি কাটি দিছে দ্যাহেন।

জাঁহাপনার বাদ্‌সাই তক্ত দিবার হুকুম ; জাল প্রমাণ হুতি কি আর বাকি আছে।

হুরু। বন্দেনেবাজ! এ জাল নয়, কালীফ্ যথার্থই তক্ত দিতে লিখেছিলেন ; আমার মিনতিতে পত্র পরিবর্ত্তন করেছেন।

এল্‌মো। আরে বাঃ বাঃ বড় সাচ্চা আদ্‌মী দ্যাখ্‌তিছি, জাঁহাপনার উপর মেহেরবানী কর্‌ছে,—তক্ত দিতি চেহেল, ছাড়ি দিছে ; এ জাল বুঝ্‌তি কি আর বাকি আছে।

সেন। উজীর সাহেব, আমার কান্না আসছে,—আপনি মলে উজিরী করবে কে? যা সূক্ষ্ম ঠাউরে দেখেছেন, যখন তক্ত দিবার কথাটা কেটে দিয়েছে, তখন তো জালই বটে।

এল্‌মো। হ্যাদে, ও শয়তানী কথা সমুঝ্ কর্‌ছো? ও আপনার কেরামতি জাহির করবার চায়।

সেন। শয়তানী কথা সমুঝ্ করতে উজীর সাহেব খুব পারেন, শয়তান যেন ওঁর ভাই বেরাদার।

এল্‌মো। তা জাঁহাপনাকে কি আপনি তক্ত ছাড়্‌তি বলেন না কি? বলতিছেন এ জাল নয়?

সেন। আমি কিছুই বলতে চাইনে ; জাঁহাপনা! বান্দার আরজ্ এই, যখন এ ব্যক্তি পালিয়েছিল,——

এল্‌মো। সে শলার মধ্যি অনেকেই ছ্যাল।

সেন। উজীর সাহেবও কি ছিলেন?

এল্‌মো। আমি থাকবো ক্যান্, আমি হচ্ছি সবার দুষ্‌মন।

সেন। তা সত্যি।

এল্‌মো। কার সাথ দুষ্‌মনী কর্‌ছি, কার সাথ শয়তানী কর্‌ছি।

সেন। সে হুজুরের মালুম আছে। জাঁহাপনা! বান্দার আরজ, যখন এ ব্যক্তি পলাতক হয়ে পুনর্ব্বার ফিরেছে, আর প্রবল প্রতাপশালী কালীফের নাম নিয়েছে, তখন সহসা কোন কাজ করা উচিত নয়।

মহ। উজীর, তুমি যা জান কর, আমার মাথা খারাপ হচ্ছে, মাথা খারাপ হচ্ছে, আমি চল্লেম, আমার খানার সময় হয়েছে।

এল্‌মো। জাঁহাপনা! হুকুম দিন, য্যাইয়ে কোতল করি।

সেন। জাঁহাপনা! কালীফের নাম নিয়েছে, সহসা একটা কাজ করবেন না।

মহ। না না, কালীফের নাম নিয়েছে, আমি চল্লেম, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

[প্রস্থান।

এল্‌মো। হ্যাদে সুমুন্দি! কোড়া লাগাইছিলে ইয়াদ আছে? চল অ্যানে।

নুরু। কোথায় যাব?

এল্‌মো। হালুয়া খাবা না? হালুয়া খাবার নিয়ে যাচ্ছি?

সেন। উজীর সাহেব সাবধান! কালীফ্ টের পেলে অনর্থ করবে।

এল্‌মো। এই হালার পুতির জন্যি তো কোতল করবার পাল্লাম না, আরে বাঁধ বাঁধ।

সেন। উজীর সাহেব বাঁধবার দরকার কি?

এল্‌মো। না কিছু নয়, তুমি জাহাজ তৈয়ার কর অ্যানে, ফের

পালান দেবে; হ্যাদে সুমুন্দি পালাবানা? তোমার বাবারে জাহাজ তৈয়ার করতি বল।

সেন। উজীর সাহেব কি বলছেন?

এল্‌মো। ও যা বলতিছি, ও আঁতে আঁতে সমুঝ্‌ করতিছে। এবার সুরু মিঞারে আর পালাবার দিচ্ছিনে। সুরু মিঞা, এম্‌নি কোড়া লাগাইছিলে তো? (প্রহার) এই এমনি—এমনি।

সেন। উজীর সাহেব আর মারবেন না, আর মারবেন না!

এল্‌মো। হ্যাদে যে তোমার শলা শুনতি চায় তারে শলা দিও; মোর আপন শলা মোর আপন কাছে।

সুরু। হে ধীবর! কেন তুমি আমায় যমদূতের মুখে পাঠালে! কোথায় তুমি—এস, রক্ষা কর! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে! হে ধীবর! এসে দেখা দাও, তোমার নফরের যন্ত্রণা দেখ! আহা! সে অভাগিনী কোথায় রইল! এ সময় একবার দেখা হলোনা! (উজীর কর্ত্তৃক পুনঃ প্রহার)

সেন। উজীর সাহেব আপনার শরীরে কি দয়া নাই! এ যে মারা যাবে!

এল্‌মো। দয়া—এই সুদির সুদ দিতিছি (প্রহার) ক্রমে সুদ আসল দেবো অ্যানে; এ সুমুন্দির সাত চুক্তি না করে কি মুই ছাড়বো।

সেন। উজীর সাহেব, আপনি অন্যায় কাজ কর্‌ছেন। যারা যারা উপস্থিত আছ শোন, এ ব্যক্তি কালীফের অনুচর, এর প্রতি যে পীড়ন কর্‌বে, তার সর্ব্বনাশ হবে।

হুরু। প্রাণ ওষ্ঠাগত! এখনি বেরুবে! ভগবান! আমার এই প্রার্থনা, যেন অন্তকালে তোমার পায়ে মতি থাকে। যেন যন্ত্রণায় তোমায় না ভুলি, হা ভগবান! জল——

এল্‌মো। ঘাম্‌তিছ আবার জল খাবা, ঠাণ্ডা লাগ্‌বা যে;—তোমার বাপের দোস্ত, তোমায় জল দিতি পারি।

হুরু। উজীর! তুমি শত্রুকে দয়া কর্‌তে শেখনি; এক দিন তোমায় ভগবানের কাছে দয়া প্রার্থনা কর্‌তে হবে। জন্মালে মরণ আছে, কিন্তু আমার মৃত্যুতে জেনো, যে রাজ্যের মহা অনিষ্ট হবে।

এল্‌মো। যবে হয় তবে হবে, অ্যাহন তুমি ভাব্‌তিছ ক্যান্? মিঞাসাহেব, আপনার কাম্ হ্যাহেন ঘ্যায়ে; হ্যাদে স্থাখছেন কি? কুত্তা খাওয়াবো; আরে ট্যানে নিয়ে চল।

রক্ষকগণ। উজীর সাহেব, আমরা পারবো না, এ কালীফের অনুচর।

[রক্ষকগণের প্রস্থান।

(একজন রক্ষকসহ পুরুষবেশে এন্‌সানির প্রবেশ)

এন্‌সা। পারবো না?

এল্‌মো। তুমি একা পারবা?

এন্‌সা। আমার লোক আছে, এই যে আমার লোক।

এল্‌মো। তুমি পারবা, তুমি পারবা; নিয়ে চল্, স্মুন্দিরে নিয়ে চল্; চল হালুয়া খাবা,—আরে জল দিতিছ যে, জল দিতিছ যে?

এন্‌সা। আরে উজীর সাহেব বোঝেন না? টাক্‌রা লেগে মরে গেলে ওরে সাজা দেব কি করে; রোজ রোজ এমনি কোড়া লাগাবো, আর জল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবো; যদি খেতে না চায়, মুখ চিরে খাওয়াতে হবে, মরে গেল তো ফুরিয়ে গেল?

এল্‌মো। আরে বেশ সমুঝ্‌ কর্‌ছো, বেশ সমুঝ্‌ কর্‌ছো, তুমি মোর জানের দোস্ত।

মুরু। ভগবান! বল দাও, যেন ঘোর দুঃখে তোমায় কখনো না ভুলি! ভগবান! বল দাও, যেন কখনও অধর্ম্মে মতি না হয়, যেন অন্তকালে আমার দুষ্‌মনকেও মার্জ্জনা করে তোমার চরণে মার্জ্জনা চাইতে পারি, প্রভু! পাপ হতে আমায় রক্ষা কর।

এল্‌মো। আরে নিয়ে চল্‌, নিয়ে চল্‌; আরে কনে যাবা মিঞা, কয়েদখানা ত্থাখবা, তা পাবানা, আপনার কাম দেখ।

[সেনজারার প্রস্থান।

এন্‌সা। চল ভয় করোনা, আমি দুষ্‌মন নই বন্ধু। চল্‌ আর ঢং করতে হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

(কালীফ্‌ ও সেনজারা)

কালী। যখন তুমি আমার কন্যার প্রাণ রক্ষা করেছ, তুমি আমার দোস্ত।

সেন। বন্দেনেবাজ! আমি আপনার দাস মাত্র।

কালী। না, আজ হতে তুমি আমার পারিষদ। কি উপায়ে নুরুদ্দিনের সন্ধান পাই, আপনি কিরূপে জান্‌লেন যে সে জীবিত আছে।

সেন। তার কারা-রক্ষক আমায় বলেছে।

কালী। সে কে?

সেন। সে এক অদ্ভুত চরিত্র; তার প্রকৃতি আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে; যখন নুরুদ্দিনকে কারাগারে দেয়, জাঁহাপনার ভয়ে কেউ তাকে বন্দী করতে সাহস করে নাই, সে ব্যক্তি আপনি এসে কারা-রক্ষকের পদ গ্রহণ করলে। কিন্তু দেখলেম, তার নুরুদ্দিনের প্রতি অতি কোমল ব্যবহার। ঘূর্ণিত নয়নে যখন উজীরের প্রতি দৃষ্টি করতে লাগ্‌লো, জ্ঞান হলো যেন নয়নাগ্নিতে তারে ভস্ম কর্‌বে। বোধ হয় কোন অভাগা খোজা;—বালকের মত শ্মশ্রুহীন মুখ, কিন্তু ললাট রেখায় বয়সের চিহ্ন লক্ষিত হয়। ক্ষিপ্তের ন্যায় আচার, ক্ষিপ্তের ন্যায় শূন্য-দৃষ্টি, ক্ষিপ্তের ন্যায় অর্থহীন কথা উচ্চারণ করে; কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞ, যেন কোন মন্তব্য দৃঢ়ীকৃত করে কার্য্যসাধনে রত, আছে। আমি তারে এখানে আস্‌তে বলেছি, বোধ হয় ঐ সে।

(এন্‌সানির প্রবেশ)

কালী। কে তুমি?

এন্‌সা। এখন পরিচয় দেবনা, বধ্যভূমে বল্‌বো, বধ্যভূমে

বলবো, যখন কালীফ্ এসেছে, আর আমার ভয় কি? কাল নুরুদ্দিন বধ হবে, কাল নুরুদ্দিন বধ হবে।

কালী। কি! যোউৎকার কেশাকর্ষণ করেছে! শয়তান কারে দোজকে স্মরণ করেছে! স্বেচ্ছায় কে কালীফের ক্রোধানলে ঝম্প দেবে! আপনি কি ঠিক সংবাদ জানেন, জাফের এখনও পৌঁছয়নি?

সেন। বন্দেনেবাজ! তাঁর জলপোত চরে বদ্ধ হয়েছে, বাদ্‌সার একজন সেনাও উপস্থিত হতে পারেনি।

এন্‌সা। কাল বধ্যভূমিতে পরিচয় দেব, বধ্যভূমিতে পরিচয় দেব, কালীফ্ এসেছে, ভয় কি? কাল আমার প্রতি-শোধের দিন! কাল আমার প্রতিশোধের দিন!

[প্রস্থান।

কালী। শুনুন, আপনার নবাবকে সতর্ক করুন, নুরুদ্দিনকে বধ করলে, এ সুন্দর সহরের চিহ্ন মাত্র থাক্‌বে না; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, কারুর প্রাণরক্ষা হবেনা।

সেন। জাঁহাপনা! গোস্তাকি মাপ হয়; এ পাগলের কথার অর্থ স্বতন্ত্র অনুমান হচ্ছে, বল্লে, "কালীফ্ এসেছে ভয় কি, প্রতিশোধের দিন!" আর নুরুদ্দিনের প্রতি বন্ধুভাব, উজীরের প্রতি ক্রোধভাব দেখেছি। দাসের অনুভব এই যে, এই ব্যক্তিই নুরুদ্দিনের প্রাণ রক্ষার কোন উপায় করবে।

কালী। আপনি বল প্রকাশে নিষেধ কর্‌ছেন কেন?

সেন। খামিন! উজীর অতি খল, জাঁহাপনা দণ্ড দেবেন বটে, কিন্তু নুরুদ্দিনের উপর তার অতি ক্রোধ! তার প্রাণ

যায় তাতে কাতর নয়, কি জানি ক্রোধ করে যদি সে দুরুদ্দিনকে বধ করে! এতদিন সে বধ কর্‌তো; জাঁহাপনার ভয়ে নবাব হুকুম দেননি। বিশেষতঃ রাজ্যময় সকলেই দুরুদ্দিনের পক্ষ, তাই সাহস কর্‌তে পারেনি।

কালী। তুমি কি উপায় বল?

সেন। খামিন! আসুন পাগলের কাছে যাই, ও নিশ্চয় কোন উপায় করেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পারিসানা ও জনৈক সখীর প্রবেশ)

পারি। ছিলনা যাতনা, প্রণয় কামনা,
পণে বেচা কেনা কায়,
চিরপরাধীনা, দীনা বিমলিনা,
কেনবা ঘটিল দায়!
বাসনা ছুটিল, পিয়াসা উঠিল,
তখনি ফুরায়ে গেল,
ছি ছি কি ছলনা, যাতনা গেলনা,
এত কি লাঞ্ছনা ছিল!
সে ভালবাসিয়ে, গিয়েছে ভাসিয়ে,
না জানি কত সে সহে,
কঠিন হৃদয়, তাই এত সয়,
তাই প্রাণ দেহে রহে!
করি প্রেম আশ, হতাশ হুতাশ,
কারাবাস বুঝি সার,

পরের তাড়না, কে করে সান্ত্বনা,
দেখাতো হলোনা আর !
বিধির ছলনে, দেখা তার সনে,
মজাতে জনম মম !
স্থকোমল চিতে, বুঝি ব্যথা দিতে,
ভুবনে এসেছে প্রেম।
কায়, প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন,
সে আমারে বিলায়েছে,
বিনিময়ে তার, নেছে দুখ ভার,
কেঁদে কেঁদে চলে গেছে !

সখী। ভেবনা প্রাণ সজনী, গুণমণি আস্‌বে তোমার,
এ প্রণয় বিফল হলে প্রেমের কে আর ধার্‌বেলো ধার।
বাড়াতে প্রেম-পিয়াসা, হয়লো দু'দিন প্রেমে বাধা,
কোমল প্রাণে মেশামিশি, আছে লো তায় হাসা কাঁদা।
পোহাবে দুখের নিশি, হেসে উদয় হবে রবি,
আদরে হৃদ-নলিনী, ধর্‌বে বুকে রবি-ছবি।
দেখ্‌লো মনে বুঝে, প্রেমিক মনে ঠিক কথা কয়,
দেখনা, মন বুঝনা, মনে আশা হয় কি না হয়।
প্রেমের আশা মিছে হলে থাক্‌তো কি সই প্রেমের আদর,
প্রেমিকা প্রাণ বাঁধনা, প্রেমে কর সাহসে ভর।

(কালীফের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। মা, তুমি যথার্থই অনুমান করেছ, আমি মনে স্থান দিতে পারিনে যে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে সাহস কর্‌বে।

পারি। জাঁহাপনা, অনুমান নয়, আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।

কালী। এ তুমি কিরূপ কথা বলছো?

পারি। বন্দেনেবাজ! আমি বাঁদী, আমার আর স্বতন্ত্র প্রাণ মন নাই, আমার স্বামীর মনে আমার মন। যখন তাঁর প্রাণ মলিন হয়, আমারও প্রাণ মলিন হয়, যখন তিনি প্রফুল্ল হন, তখন আমিও প্রফুল্ল হই। আমি দেখেছি যেন আমার প্রাণ অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ হয়েছে; এতেই আমার নিশ্চয় অনুমান হচ্ছে, যে যাঁর প্রাণে আমার প্রাণ, তিনি কোন তমোময় কারাগারে আবদ্ধ।

কালী। তুমি কি মনে মনে কল্পনা করে দেখেছ? ও তোমার ভ্রম, ভালবাসায় ওরূপ ভ্রম হয়।

পারি। না জাঁহাপনা! আমার ভ্রমও নয় আমার স্বতন্ত্র প্রাণও নয়।

কালী। তবে তুমি কি বলতে চাও, যে যদি তোমার স্বামীকে কেউ বধ করে তাহলে তোমার মৃত্যু হবে।

পারি। সেই দণ্ডেই মৃত্যু হবে।

(গীত)

সে দিয়েছে নবিন জীবন।
প্রভেদ কেবল দেহে, প্রাণে রয়েছে বন্ধন॥
উভয়ে আপন হারা, এক স্রোতে বহে ধারা,
যে ভাবে সে রহে যবে, সে ভাব পরশে মন॥

একান্তর নিরন্তর, কভু নহে সতন্তর,
অন্তরে অন্তর তার, রহি সে রহে যেমন॥

কাশী। মা, আমি বুঝলেম যথার্থই তুমি পতিপ্রাণা, বিধাতার বিড়ম্বনায় তুমি বাঁদী হয়েছ; তোমার মত উচ্চমনা নারী আমি কখন দেখি নাই। তুমি অপেক্ষা কর সত্ব-রেই তোমার পতির সঙ্গে মিলন হবে।

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

সজনী ফুরিয়েছে তোর দুঃখের রজনী।
আদরে বস্‌বি বামে, আস্‌ছে তোর গুণমণি॥
হৃদয়ে কত অনুরাগ, বিচ্ছেদে বেড়েছে সোহাগ,
মিলনে সোহাগ টোটে হয় কভু বিরাগ;
বিরহ প্রেমের ভূষণ প্রেমিকার হৃদয়মণি।
বিরহ তাইতে এত যতন করে রমণী॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি।

এল্‌মোইন্‌ ও এন্‌সানি।

এল্‌মো। হাদে পাইছো কনে? পাইছো কনে? তোমায় বল্‌বো কি, কাল যহন তক্তয় বস্‌বো, উজিরী কামডা তোমারেই দেব।

এন্‌সা। নুরুদ্দিনকে কখন বধ করবেন? নবাব কি বধের হুকুম দিয়েছেন?

এল্‌মো। নইলি সরঞ্জামটা ছাথ্‌ছো কিসির? ভাব্‌তিছি সাপে খাওয়াবো, কি হাতী ডলাবো, কি ফাঁসী চড়াবো, কি আগুণে পোড়াবো, ছাল ছাড়াবো, কি কোত্তা খাওয়াব।

এন্‌সা। নবাব হুকুম দিলেন?

এল্‌মো। তুমি কালীফের মোহর ঠিক জাল কর্‌ছো, কেউ ধর্‌তি পাল্লেনা যে এডা জাল। আমি ল্যাখেছি যে কালীফ্ হুকুম দিছে, পত্রপাঠ নুরুদ্দিনকে মার্‌বা। এক দিনে ছুটো কর্‌লাম না নুরুদ্দিনকে মেরে কাল ল্যাখ্‌বো যে তুমি তক্ত ছ্যাড়ে এই উজীরকে তক্ত দেবা। বোকা নবাবডা ডরেই তক্ত ছ্যাড়ে মক্কায় যাবে অ্যানে। আর তুমি সেই বাঁদীডার কথা কি বল্‌তিছিলে,—সে আইছে নাহি? সে আইছে নাহি? সত্যি তারে ছাথ্‌ছো নাহি?

এন্‌সা। সে সওদাগর তাকে সঙ্গে করে বধ্যভূমিতে আন্‌ছে। তার নুরুদ্দিনের উপর ভারি রাগ; সে সকল লোকের সাম্‌নে নুরুদ্দিনকে দেখাতে চায়, যে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে আর এক জনের কাছে গেল। নুরুদ্দিন তার মেয়েকে চুরি করেছিল না কি করেছিল, সেই রাগের চোটে তার বাঁদীকে এই সহরে এনেছে। আর বাঁদীটারও শুন্‌ছি, তোমার উপর মন পড়েছে; সে নাকি তোমাকে কোথায় দেখেছিল।

এল্‌মো। ছাহেছিল, ছাহেছিল; যে দিন নুরুদ্দিনকে ধর্‌বার

যাই; সে দিন দ্যাহেছিল। কি বল্লে, তার মন পড়্ছে? চক্‌মকে উজীরের সাজে দ্যাহেছিল কিনা; নবাব দ্যাহেলিই আরো পছন্দ করবে অ্যানে। নুরু-দ্দিনকে আনবার গেল কেড়া?

এন্‌সা। সে আমার লোক নিয়ে আস্‌ছে; কিন্তু তোমার সাজ গোজটা আজ বড় ভাল নয়? তুমি একটু সেজে-গুজে এস। সওদাগর নুরুদ্দিনের বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে এল বলে?

এল্‌মো। বল্‌ছো ভাল, বল্‌ছো ভাল; এই যে নুরুদ্দিন আস্‌ছে।

(নুরুদ্দিনকে লইয়া রক্ষকের প্রবেশ)

হ্যাদে নুরু মিঞা, এ সরঞ্জামটা দ্যাখ্‌ছো? মোর নানীর সাথ্ তোমার সাদি দিতি আন্‌ছি। দ্যাহে ন্যাও, দ্যাহে ন্যাও, চারু তরফ দ্যাহে ন্যাও।

এন্‌সা। উজীর সাহেব, তুমি যাও যাও, সেজেগুজে এসগে।

এল্‌মো। যাতিছি, যাতিছি; নুরু মিঞা দ্যাখতিছ, আবার দ্যাখবা অ্যানে, তোমার জরু মোর গলা ধর্‍্যা থাড়া হবে। মোর নানীরি তোমায় দেবো, আর তোমার জরুরি মুই নেবো।

এন্‌সা। যান্, শীগ্‌গির যান, সেজেগুজে আসুন।

এল্‌মো। মিঞা, মুই আস্‌তিছি, তোমার সাদি দ্যাখবো অ্যাসে।

[প্রস্থান।

(সওদাগর বেশে কালীফের প্রবেশ)

এন্‌সা। আমি জানি,—জানি,—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে,

কালীফের সাক্ষাতে বল্‌বো, কোমল জীবনে যে দাগা পেয়েছি, তার প্রতিশোধ দেব।

কালী। কে তুমি?

এন্‌সা। শুনবে, শুনবে, আমি উজীরের স্ত্রী।

কালী। তোমার এ দশা কেন?

এন্‌সা। আমি যৌবনে কাফের উজীরকে ভালবেসে ছিলেম, কিন্তু সে আমায় পাগল করেছিল, পাগ্‌লা-গারদে দিয়েছিল; আমি মনের জোরে আরাম হয়েছি, তারে প্রতিশোধ দেব বলে আরাম হয়েছি; আজই তার প্রতিশোধ দেব, জাঁহাপনার বরে প্রতিশোধ দেব! সে আপনার বাঁদীর লোভে আস্‌ছে। তারই কারা-গারে তারে বদ্ধ করবো, তারই কৌশলে বধ্যভূমিতে আস্‌বে; মারতে হয় মারবো, রাখতে হয় রাখবো। না—না মারবো! আবার পাগল হবো! তারপর আমার জীবনের সাধ ফুরুবে।

(গীত)

আমার প্রাণে জ্বলে যে অনল।
সাগরে অতল জলে, হবেনা তা সুশীতল॥
যে দিন ঘেন্না করে পায়ে ঠেলেছে, কত কথা বলেছে,
সেই দিনেই এ আগুণ জ্বলেছে;—
নেবেনা জলে জ্বলে জলে আগুণ হয় প্রবল॥

কালী। তুমি কি চাও?

এন্‌সা। এখন জানিনে, এখন জানিনে, উজীর এলে বল্‌বো?

[প্রস্থান।

নুরু। এইতো বধ্যভূমি! এখনি প্রাণ যাবে! পৃথিবী বিদায় দাও! সূর্য্যদেব বিদায় দাও! আমি মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ নই, আমার যন্ত্রণা শেষ হবে, ভগবান আমায় রাঙ্গাপদে স্থান দিবেন। আক্ষেপ এই,—তার সঙ্গে আর দেখা হলোনা! শুনলেম কাফের উজীর তারে হস্তগত করেছে! আহা! না জানি সে কি যন্ত্রণাই পাবে! সে আমা ভিন্ন জানেনা! বোধ হয় সে আত্মহত্যা করবে! ভগবন! চরম সময় বল দাও! তুমি বলদাতা, যেন মৃত্যুকালে সংসার ভুলে তোমার নাম নিতে নিতে প্রাণত্যাগ করতে পারি! যেন সকলের কাছে প্রমাণ করতে পারি, যে আমি জগৎপিতার আশ্রয়ে যাচ্ছি। মাটির দেহ মাটিতে মেশাবে, শ্বাস-বায়ু পবনে মেশাবে, চক্ষের জ্যোতিঃ সূর্য্যের জ্যোতিতে লয় হবে, উজ্জ্বল আত্মা দেহ-বন্ধন ত্যাগ করে পরমোজ্জ্বল পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত হবে! ভগবন! মৃত্তিকায় আবদ্ধ হয়ে, ইন্দ্রিয়ের ছলনায় প্রতারিত হয়ে কত অপরাধ করেছি, দয়াময়! নিজগুণে মার্জ্জনা কর।

(গীত)

অন্তে তব কিঙ্করে রেখো জ্যোতির্ম্ময় রাজীব চরণে।
আসি ধরাপরে, নরদেহ ধরে, বঞ্চিত চিত নিয়ত সাধনে॥
শৈশবে হৃদে ফুটিল বাসনা,
যৌবনে সদা যুবতী কামনা,
কাঞ্চন, নিশি দিন আকিঞ্চন;
জানেনা রসনা ডাকিবে কেমনে॥

সম্পদ মদ পিয়ে অবিরত,
মাতুয়ারা মতি ভ্রম-পথে রত,
সাথে ছায়া সম ফিরিছে শমন,
জাগেনি স্বপন অচেতন মনে॥

কালী। ওহে, তুমি তো বড় নির্ব্বোধ, একজন জেলের চিঠি নিয়ে এই বিপদে পড়েছ ?

নুরু। তুমি কে ?

কালী। আমি তোমার বন্ধু।

নুরু। যদি বন্ধু হও, রাজাধিরাজ হারুণ-উল্-রসিদের নিন্দা করোনা ; আমার অদৃষ্টে যা ছিল হয়েছে !

কালী। হারুণ-উল্ রসিদ কে ? সে জেলে ;—সে তোমার আশর্‌ফি ভুলিয়ে নিয়েছে, তোমার স্ত্রী ভুলিয়ে নিয়েছে।

নুরু। তুমি না পরিচয় দিলে আমার বন্ধু ?

কালী। হ্যা, তোমায় মুক্ত করতে এসেছি।

নুরু। তুমি যাও ? আমি তোমার দ্বারা মুক্ত হবো না।

কালী। তুমি অতি নির্ব্বোধ ; এখনি তোমার প্রাণবধ হবে। যদি জেলেই না হয়, সত্যই হারুণ-উল্-রসিদই হয়, তা'হলে সে তোমার কি করলে ?

নুরু। কালীফ্ আমার পিতার স্বরূপ, তিনি নিশ্চিন্ত নাই ; যদি তিনি সংবাদ পান, তা'হলে আমার মুক্তির উপায় নিশ্চয় করবেন। আর আমি মলেমই বা, ক্ষতি কি ? আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির মৃত্যুতে পৃথিবীর কিছু

আসে যায় না; কিন্তু কালীফ্ হারুণ-উল্-রসিদের জয়, শেষ নিঃশ্বাসের সহিত বল্‌বো হারুণ-উল্-রসিদের জয়। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা,—তাঁর গৌরব-রশ্মি সারদ-কৌমুদীর ন্যায় জগদ্ব্যাপী হউক, জগতে চির-শান্তি বিরাজ করুক। তোমার নিকট আমার একটি মিনতি,—আমার মৃত্যু-সংবাদ পেলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন, নিশ্চয়ই এ রাজ্য ধ্বংস কর্‌বেন! আমার এই আবেদন তাঁর পদে জানিও যে, আমার মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! আমার রাজপদে আবেদন,—যেন আমার শত্রু মিত্রকে তিনি মার্জ্জনা করেন! আমার প্রাণবধের প্রতিশোধে যেন নরহত্যা না হয়! আমি সকলকে মার্জ্জনা করেছি; তিনি সন্তানের প্রতি কৃপা করে সকলকে ক্ষমা করেন, দাসের স্বর্গের পথ মুক্ত করেন! যেন ভগবানের নিকট মার্জ্জনা চেয়ে আমি দাঁড়াতে পারি যে, প্রভু, আমার জীবনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমার প্রাণবধে অপর কারুর প্রাণ বধ হয়নি।

কালী। আরে যাও যাও, তুমিও যেমন, তোমার কালীফও তেমন, আমি হলে তার নামও মুখে আন্‌তেম না।

নুরু। তুমি দূর হও, তুমি নিন্দুক।

কালী। আচ্ছা চল্লেম, ভাল কর্‌তে এলেম, মন্দ হলো।

নুরু। তোমার দ্বারা প্রাণ রক্ষা হওয়াও অগৌরব। তুমি মহাজন ব্যক্তির নিন্দা কর! যে উচ্চ ব্যক্তির নিন্দা

করে সে হেয়, যে শোনে সে হেয়, আমি কালীফের নিন্দুকের দ্বারা হেয় জীবন রক্ষা করতে চাইনা।

কালী। আচ্ছা আমি চল্লেম, কালীফ্ তোমায় রক্ষা করে কেমন, আমি এসে দেখছি।

[প্রস্থান।

(এল্‌মোইন্ ও এন্‌সানির পুনঃ প্রবেশ)

এল্‌মো। (নুরুদ্দিনের প্রতি) আর কি, এইবার তোমার সাদি দিতিছি। (এন্‌সানির প্রতি) হ্যাদে, হ্যাদে, সে ছুঁড়ে কনে ?

এন্‌সা। এলো বলে, ঐ আস্‌ছে!

নুরু। আহা! আভাগিনী!

এল্‌মো। বাছা নিঃশ্বিস্ ফ্যাল্‌তিছে; আহা, ভেবনা, ভেবনা, বেশী নিঃশ্বিস্ আর পড়্‌বে না,এই বন্ধ করে দিতিছি।

(সেনজারার প্রবেশ)

সেন। উজীর সাহেব কি কর্‌ছো ?

এল্‌মো। ঠাওরাতিছি, শূলী দেবো, কি ফাঁসী চরাবো, কি আগুণি পোরাবো।

সেন। তোমার যে রকমে মরতে সখ।

এল্‌মো। মোর মরবার সখ কি বল্‌ছো ?

সেন। বলি আজ তো তুমি মর্‌বে ?

এল্‌মো। তুই বড় বাড়াইছিস, ছ্যাথ ছ্যাহিন, তোর কি হাল্‌ডা করি।

সেন। না উজীর সাহেব রাগ করোনা, তোমার সেই বাঁদী আস্‌ছে।

(ছদ্মবেশী কালীফের পুনঃ প্রবেশ)

এন্‌সা। উজীর সাহেব, ইনি একটা কি কথা বল্‌ছেন শোন, বড় মজার কথা।

[এল্‌মোইন্‌, এন্‌সানি ও সেনজারার প্রস্থান।

কালী। নুরুদ্দিন, ভয় করোনা, সত্যই কালীফ্‌ তোমার মুক্তির জন্য এসেছেন।

নুরু। অ্যাঁ! জাঁহাপনা! কোথায়?

কালী। এই তোমার সম্মুখে!

নুরু। জাঁহাপনা! দীন প্রজার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছেন!

কালী। আমি কষ্ট পাইনে, তোমায় কষ্ট দিয়েছি। তুমি শঙ্কা দূর কর; আমি এত দিন তোমার সন্ধান কর্‌তে পারিনে; দুর্জ্জনদের আজ সমুচিত দণ্ডবিধান করে তোমায় সিংহাসনে বসাব।

নুরু। জাঁহাপনা! সে অভাগিনী কোথায়?

কালী। এখনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে; আহা কারাগারে কত কষ্টই পেয়েছ!

নুরু। উজীর কষ্ট দিতে এনেছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর আমায় এখানে রক্ষা করেছেন। জাঁহাপনার ভয়ে কেহই আমার কারা-রক্ষক হতে স্বীকার হয়নি; উজীরের কাছে আবেদন করে একজন স্বেচ্ছায় আমার কারা-রক্ষক হলো। প্রথমে মনে হয়েছিল যে সে শত্রু; তারপর দেখলেম সে পরম বন্ধু; আশ্চর্য্য এই, সে স্ত্রীলোক, পুরুষ নয়। ঐ সে ব্যক্তি।

কালী। আমি ওরে জানি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

নুরু। জাঁহাপনা! আপনি একা এই শত্রুর মাঝখানে! আমার ভয় হচ্ছে, দুরন্ত উজীর জান্‌তে পার্‌লে সর্ব্বনাশ কর্‌বে!

কালী। চিন্তা করোনা, এই যে আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলেম, এই আমার উরুদেশে দেখ,—অতি নিষ্ঠুর শোণিত পিপাসী, কঠোর বিপক্ষশ্রেণী ভেদ করে শত সহস্র ব্যক্তির উষ্ণ শোণিত পান করেছে। হেথায় কয়েকজন ক্ষুদ্র জীব মাত্র দেখতে পাচ্ছি; আমার নামে বীর-হস্ত হতে অসি খসে যায়!

নুরু। জাঁহাপনা! আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির জীবন মরণে কি আসে যায়; কিন্তু আপনি প্রজা-রক্ষক, আপনার জীবন অমূল্য।

কালী। ঈশ্বর আমায় প্রজাপালনের ভার দিয়েছেন; আমার নর-হস্তে মৃত্যু নাই।

(জাফেরের প্রবেশ)

জাফের তোমার মত ব্যক্তিকে আর কোন ভার অর্পণ কর্‌বোনা; তোমার অর্ণবযান কি এখন এসে উপস্থিত হলো?

জাফের। ধর্ম্মাবতার! মাপ হয়, আমার অর্ণবযান চড়ায় আবদ্ধ হয়েছিল, আমি ধীবরের ডিঙ্গিতে পূর্ব্বে হেথায় উপস্থিত হয়েছি, সওদাগরী তরীতে আমার সেনারাও এসে উপস্থিত হয়েছে, বধ্যভূমিতে আগত প্রায়। বন্দেনেবাজ! ইতিপূর্ব্বে আমি নিশ্চিন্ত থাকি নাই,

এ রাজ্যের সেনাপতি, সেনাগণ, প্রজাগণ, সকলেই আমার আজ্ঞামত কার্য্য করবে।

(হরকরাসহ এল্‌মোইন্ ও সেনজারার প্রবেশ)

এল্‌মো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি গলা জড়ায়ে চুমা খাবো অ্যাহন, ছুঁড়েডরে আস্‌তি দেও, ছুঁড়েডরে আস্‌তি দেও; বেশ মৎলব বের কর্‌ছো। তোমারে তো বল্‌ছি, তোমার ভাল করবো। খুব মজা হবে অ্যানে,— নুরু ঠ্যাথ্‌তি থাক্‌বে, আর বুক ফাট্‌তি থাক্‌বে। হ্যাদে হরকরা, বল্‌তি আহ,—"আজ নুরুদ্দিন খুন হবে!" কালীফ্ বাদ্‌সার মোহর জাল কর্‌ছে।

নুরু। আজ উজীর খুন হবে, কালীফ বাদ্‌সার মোহর জাল করেছে।

এল্‌মো। ইস্, মর্‌বার সময় বড় লম্বাই বাৎ ঝাড়্‌ছো যে?

নুরু। তুমি মর্‌বার সময় বড় লম্বাই বাৎ ঝাড়্‌ছো যে?

এল্‌মো। আরে বাঁধ্‌তো বাঁধ্‌তো?

সেন। উজীর সাহেব, উজীর সাহেব, এখন বাঁধা থাক্; ঐ সে বাঁদীটে আস্‌ছে, তোমায় শাদি কর্‌বে।

এল্‌মো। হ্যাদে, হ্যাদে, সেইডেইতো বটে, সেইডেইতো বটে।

(পারিসানা ও সখীর প্রবেশ)

পারি। প্রভু! এতদিন বাঁদীকে ভুলেছিলে! আর ভুলে থেকনা! আর পায়ে ঠেলনা!

নুরু। প্রিয়ে! দৈব বিড়ম্বনায় তোমায় ছেড়ে ছিলেম, আর জীবনে মরণে বিচ্ছেদ হবেনা।

এল্‌মো। হ্যাদে গ্যাখ্‌তিছি মোর সাম্‌নাসাম্‌নি প্রেম কর্‌তি লাগ্‌লো।

(স্ত্রীবেশে এন্‌সানির প্রবেশ)

এন্‌সা। এস প্রাণনাথ আমরাও প্রেম করি।

এল্‌মো। আরে তুই কেডা, তুই কেডা ?

এন্‌সা। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছনা, আমি তোমার সেই প্রেমিকা, যারে পাগল করেছিলে, যারে কারাগারে দিয়েছিলে, যে নফর হয়েছিল।

এলমো। আরে কেডা আছিস বাঁধ্‌তো, বাঁধ্‌তো, সবগুলারে বাঁধ্।

কালীফ্‌-সৈন্যগণের প্রবেশ ও এল্‌মোইন্‌কে বন্ধন করণ)

আরে আমায় বাঁধিস্ ক্যান্, আমায় বাঁধিস্ ক্যান্ ?

সেন। কেন উজীর সাহেব, এই তো কালীফের হুকুম তুমি আমায় দিয়েছ, এই পড়ে দেখ।

এল্‌মো। এ যাদু নাহি ! যাদু নাহি !

এন্‌সা। যাদু বৈকি, আমার প্রেমের প্রতিশোধ, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ?

এল্‌মো। এ জাল ! জাল ! এ বেইমানী ; এ শয়তানী !

এন্‌সা। হ্যাঁ প্রাণনাথ ! এ বেইমানী, শয়তানীর প্রতিফল।

কালী। জাফের ! নবাব কোথায় ?

(সুলতান মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। আপনার দাস এই হুজুরে হাজীর আছে।

কালী। তুমি কোন্ সাহসে আমার হুকুম লঙ্ঘন করেছ ?

মহ। জনাব! আমি আপনার হুকুম চিরকাল মস্তকে রাখি, আমায় এই কাফের বুঝিয়েছিল যে এ আপনার হুকুম নয়, জাল।

কালী। তুমি নবাবের উপযুক্ত নও,—নুরুদ্দিনই যথার্থ যোগ্য। তার মাহাত্ম্য দেখ, আমি বার বার তারে নবাবী দিয়েছি, সে গ্রহণ করেনি, তারই অনুরোধে তোমায় দণ্ড দিলেম না।

মহ। নুরুদ্দিন! তুমি আমার জীবনদাতা, আমি এ তক্তের উপযুক্ত নই, তুমিই গ্রহণ কর, আমার বৃদ্ধ বয়স হয়েছে, আমি মক্কায় যাব।

নুরু। নবাব সাহেব, আপনি মক্কায় যেতে হয় যা'ন ; আমার অন্য কামনা নাই, আমি জাঁহাপনার দাস, আমি চিরদিনই তাঁর পদাশ্রয়ে থাক্‌বো।

কালী। জাফের! এ কাফেরের প্রাণবধের বিলম্ব কি?

এন্‌সা। জনাব! দাসীর প্রতি আজ্ঞা আছে যে, আমি যা বর চাইবো, তা পাব, প্রাণবধ কর্‌লে ফুরিয়ে যাবে; আজ্ঞা হয় যে আজীবন আমার গোলাম হয়ে থাকুক।

পারি। পিতা! আজ আপনার কন্যার সুখের দিন, এদিনে কারুর জীবনবধ আজ্ঞা দিবেন না।

কালী। মা! তোমার কথামতই কার্য্য হবে। (এন্‌সানির প্রতি) তুমি কি চাও?

এন্‌সা। আমি এই বেইমানের পরিচ্ছদ এনেছি; এ নরপশু, এর সঙ্গে নরের ব্যবহার কর্‌বো না, পশুবৎ শৃঙ্খল বাঁধা থাক্‌বে, চার পায়ে হাট্‌বে।

এল্মো। হ্যাদে মোরে শূলী দিতি চাও দেও, ফাঁসী দিতি চাও দেও, এই বেটীর হাত ছারান দেও।

এন্সা। প্রাণনাথ! কেন ভাবছো? আজ আমাদের আবার সুখের মিলন।

নুরু। মা! বোধ হয় তুমি বিস্তর সহ্য করেছ; কিন্তু আমায় তুমি পুত্র বলেছ, এঁকে আমায় ভিক্ষা দাও?

এন্সা। বাবা! তুমি মা বলে আমার প্রাণ জুড়িয়েছ, আমি তোমার কথায় প্রতিশোধ ভুল্লেম।

এল্মো। নুরু, নুরু, তুমি কাট্বা না শূলী দেবা! যা হয় ঝট্পট্ করে ফেল!

নুরু। উজীর সাহেব, তোমার ভয় নাই, বৃদ্ধ হয়েছ, একটা উপদেশ নাও,—স্থির জেনো, তোমার বুদ্ধিতে সংসার চল্বে না। আপনার বুদ্ধিতে কি অবস্থায় পড়েছ দেখ; আমার মিনতি রাখ, এ জীবনের ক'টা দিন ঈশ্বর সেবায় অতিবাহিত কর। জেনো, পৃথিবীতে পাপের সাজা আরম্ভ হতে পারে, কিন্তু শেষ হয় না। যদি নরক-যন্ত্রণা এড়াতে চাও, আমার কথা অন্যথা করোনা।

কালী। নুরুদ্দিন! তোমার সঙ্গে যে দিন আমার প্রথম দেখা, সেদিন শুনেছিলেম যে, তুমি কোন মোল্লা-দের কার্য্যে থাক; কিন্তু এতদিন আমি বুঝতে পারিনে যে, তুমিই যথার্থ পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র। বুঝ্লেম, যে দয়াবান্ ক্ষমাবান্ ঈশ্বরের তুমিই যথার্থ দাস। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তুমি তোমার

প্রণয়িনীকে নিয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত কর।

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

সখিগণ। মনের মতন রতন পেলি কি দিবি তা বল ?

পারি। আমি তো সই কেনা তোদের, কেন করিস ছল ?

সুরু। বলনা আমায় কি দেবে,

সখিগণ। বল কি, আছে বা কি, আর বা কি নেবে,

সুরু। জানতো কথার ছলনা,

সখিগণ। আর কি নেবে ভেঙ্গে বল না,

পারি। সকলই তোমার, কিছু নাইতো হে আমার,
ভালবাসা প্রেম-আশা ফুটিয়েছ হে হৃদ্-কমল।

সখিগণ। সখী সখা থাক সুখে, বাসনা করি কেবল।

সকলে।— (গীত)

* আমোদ করে দেখ্‌লে পরে আমোদের মিলন।
আমোদ ভরে, দেখবে ঘরে, আমোদভরা চাঁদবদন॥
আমোদে চলে রজনী,
আমোদে চল সজনী,
আমোদ-করা ধারালো যার, আমোদে তার ভাসে মন। *

যবনিকা

এই গীতিকার অন্তর্গত * চিহ্নিত গান গুলি অভিনয়ে গীত হয় না।